বাণান সমস্যা

['ব্যাকরণ-বিভীষিকা'র পরিশিষ্ট]

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

এম, এ, প্রণীত

কলিকাতা, অখিল মিস্ত্রীর গলি, ৭০নং বাটী হইতে

শ্রীসলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

মূল্য চারি আনা

সূচী

প্রথম সংস্করণ ১০০০ আষাঢ় ১৩২০

দ্বিতীয় সংস্করণ ১০০০ ফাল্গুন ১৩২৭

সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থকারের উপহার
২১এ আষাঢ় ১৩২৮

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালা ভাষার কয়েকটি সমস্যার আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা', 'বাণান-সমস্যা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' এই প্রবন্ধত্রয় প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। প্রথম প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে (ময়মনসিংহে) আংশিকভাবে পঠিত হইয়াছিল ও পরে সম্পূর্ণভাবে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বাণান-সমস্যা' উক্ত অধিবেশনে পঠিত না হইলেও 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'র পরিশিষ্ট-রূপে 'সাহিত্যে' (শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৮) প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সাধুভাষা বনাম চলিত-ভাষা' কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে পঠিত ও 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলির বহুল-প্রচারের জন্য 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' এবং 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; এক্ষণে 'বাণান-সমস্যা'ও পূর্ব্বোক্ত কারণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহা বাঙ্গালাভাষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের, বিশেষতঃ বিদ্যার্থিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও চিন্তার উদ্রেক করিলে পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'বাণান-সমস্যা' 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'র পরিশিষ্ট, কেননা বাণান বা বর্ণবিন্যাস ব্যাকরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। মধ্যে মধ্যে ভাষাতত্ত্বের কথাও প্রসঙ্গক্রমে তুলিতে হইয়াছে। পুস্তকখানি যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের ও সাধারণ লেখকগণের উপকারে আসে, তজ্জন্য, যে সকল বাণানে ভুল হইবার সম্ভাবনা, সেগুলির দীর্ঘ তালিকা দিয়াছি। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় প্রবন্ধের অনেকরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। আশা করি, তাহাতে সর্ব্বত্র যুক্তি ও অর্থ স্ফুটতর হইয়াছে। পুস্তকে ভ্রম-প্রমাদ থাকিলে, শিক্ষকগণ ও সাধারণ পাঠকগণ সেগুলি দেখাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব। কিমধিকমিতি

কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩২০

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা

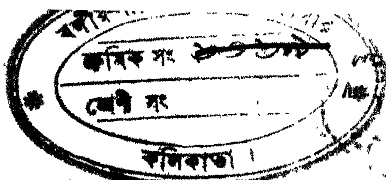
দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

পূর্ব্ববারে অনবধান-বশতঃ পুস্তকে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ হইয়াছিল, এবারে সেগুলি সংশোধিত হইল। শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য, এবারে অধিকাংশ তালিকাই বর্ণানুক্রমে সাজান হইল ও পুস্তকের আরম্ভে একটি সূচী দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর কলেজের বিজ্ঞ ও বহুদর্শী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'বর্ণশুদ্ধি'-নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতে লিখিত হইলেও তাহা হইতে এই সংস্করণে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি। ভাষা-শিক্ষার্থী ছাত্রবর্গকে উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান পুস্তকের সংশোধন-বিষয়ে, কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ ও মীরাট কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ—এই তিন জন সুপণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পুস্তকখানি পূর্ব্বাপেক্ষাও শিক্ষার্থীদিগের উপকারে আসিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কিমাধকমিতি

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩২৭

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা



বানান-সমস্যা

গোড়ার কথা

আজকাল বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা একটা বিষম কাণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। আইনের ভয় ত আছেই, তাহার উপর আবার ঘরের বিভীষণদের তাড়া, গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ। সমস্যা অনেক। কোন্ হরফে লিখিব, কোন্ রীতি (style) ধরিব, কোন্ শ্রেণীর শব্দ লইব, কোন্ ব্যাকরণ মানিব, কোন্ পথে সাহিত্য-রথ চালাইব, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। চারিদিকেই উভয়-সঙ্কট। বাঙ্গালা ভাষা দেখিতেছি ইংরেজী সংস্কৃত ল্যাটিন্ গ্রীক্ অপেক্ষাও কঠিন। সেই জন্যই বোধ হয় এতদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইহার পঠনপাঠন বন্ধ ছিল এবং এখনও (বিষয়ের গুরুত্ববোধে?) এই বিষয়ে লেক্‌চার না দিলেও চলে, এইরূপ সুব্যবস্থা হইয়াছে!

প্রথমে হরফের হাঙ্গামার কথাই তুলি। ব্রাহ্মী খরোষ্ঠীর দিন চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জড় মরে নাই। কেহ কেহ প্রচলিত বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কারসাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, উদ্ভাবনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নবোদ্ভাবিত হরফ ঢালাই গালাই করিতেছেন, পুরাতন হরফের কাটছিট করিতেছেন, অক্ষরসংখ্যা বাড়াইয়া কমাইয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের প্রণালীতে বর্ণমালার স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণ করিতেছেন, উদ্‌যোগ-পর্ব্বের জটিল ব্যাপারে পুস্তক-প্রকাশ আপাততঃ স্থগিত! কেহ কেহ বা চরমপন্থী সাজিয়া বহিষ্কারনীতির আশ্রয় লইয়াছেন ও প্রচলিত বাঙ্গালা অক্ষর এক দম উঠাইয়া দিয়া, (ভারতীয় black-letter) 'কাঁকড়া' অক্ষর (দেবনাগর) চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি,

—সমগ্র ভারতে যখন এক সাম্রাজ্য হইয়াছে, তখন এক লিপি এক ভাষা এক সাহিত্য এক সমাজ এক ধর্ম্ম প্রচলিত হওয়া উচিত। উদারঃ কল্পঃ। সেই সত্যযুগ, সেই স্বপ্নের রাজ্য, সেই আকবরের স্বপ্ন, 'that far-off divine event to which the whole creation moves' কবে আসিবে জানি না। যাহা হউক, এটা নূতন তরঙ্গ, এখনও প্লেগ-বেরিবেরির মত বাড়াবাড়ি করিয়া তুলে নাই।

রচনারীতির ক্ষেত্রে "সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা" এক নম্বর মোকদ্দমা চলিতেছে, শব্দাবলীর ব্যাপারে 'যাবনিক' শব্দ গ্রাম্য শব্দ প্রাদেশিক শব্দ প্রভৃতি লইয়া দলাদলি চলিতেছে, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 'খাঁটি বাংলা' ব্যাকরণ লইয়া যুঝাযুঝি চলিতেছে। সাহিত্য কোন্ পথে চলিবে, ইহা লইয়াও বিলক্ষণ মতভেদ দেখা যায়। কেহ বিজ্ঞানালোচনা দ্বারা মাতৃভাষার কলেবর-বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী, কেননা বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ব্যতীত নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়; কেহ প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা মাতৃভাষাকে দেশবিদেশে আদৃতা করিতে অভিলাষী; কেহ অনুবাদের শরণ লইয়া সকল ভাষার সদ্‌গ্রন্থ মাতৃভাষার ভাণ্ডারে আহরণ করিতে উদ্‌যোগী। এত বিবাদ-সত্ত্বেও একটি বিষয়ে উন্নতিপ্রয়াসী সম্প্রদায় একমত,—প্রেমের কবিতা ও তরল উপন্যাস এবং চটুল রঙ্গরস একদম বন্ধ না করিলে সাহিত্যের উন্নতি কখনই হইবে না।

গত বর্ষে বর্ণমালা লইয়া দু'টা কথা বলিয়াছি। * এবার বাণান লইয়া দু'টা কথা বলিব। গত বর্ষে যখন বর্ত্তমান লেখকের দৌড় বর্ণমালা পর্য্যন্ত ছিল, তখন এক বৎসরে এক লম্ফে ব্যাকরণ রচনারীতি প্রভৃতি বড়

* সাহিত্য-সম্মিলনের ভাগলপুর-অধিবেশনে পঠিত 'বর্ণমালার অভিযোগ।' ইহা পরে লেখকের 'ফোয়ারা'-নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

বড় অঙ্গে দখল হইবার কথা নহে। এবৎসর বাণান পর্য্যন্তই সীমামুড়া হওয়া উচিত। শনৈঃ পন্থাঃ। এইরূপ ক্রমিক অভিব্যক্তিই বিজ্ঞানসম্মত!

বাণানের কথা তুলিতে গেলেও বৈজ্ঞানিকের হাত এড়াইবার যো নাই। এখানেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। না হইবেই বা কেন? সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যসম্মিলনের একাধিক সভাপতি বৈজ্ঞানিক; সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকেরই ন্যায়সঙ্গত অধিকার। আমাদের মত নিরবচ্ছিন্ন 'সাহিত্যিকে'র অনধিকার-প্রবেশ। বৈজ্ঞানিক বলেন, বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের সংস্কার আবশ্যক, নতুবা বিশুদ্ধ উচ্চারণ আসিবে না; নূতন হরফ-উদ্ভাবন আবশ্যক, নতুবা প্রকৃত বাণান হইবে না। যতদিন এই দুইটি সংস্কার না হইতেছে ততদিন বাণান-সমস্যার মীমাংসা হইবে না। অতএব মোকদ্দমা অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য (sine die) মুলতুবী থাকুক।

অনেকে কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। 'অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুঃ' (Ars longa, vita brevis) বলিয়া উপস্থিত যাহা আছে তাহা লইয়াই কায চালাইতে চাহেন। হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞান, ষত্ব-ণত্ব-জ্ঞান, অকারান্ত-হসন্তজ্ঞান, 'স্বরের' অ 'অন্তঃস্থ'য় বিভেদ, খ ক্ষ বিভেদ, বর্গ্য ব অন্তঃস্থ ব বিভেদ, র ড় বিভেদ, ঋ রি বিভেদ, ইত্যাদি নানান উপসর্গ। ইহা ছাড়া চন্দ্রবিন্দুর ভেজাল ঘুটিয়াছে, বিসর্গ বাহাল-বরতরফ হইতেছে, ইত্যাদি আরও অনেক গোলযোগ। বাণান-সমস্যা * জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। সমস্যা-পূরণ করিতে না পারি, সমস্যার কতকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

---

* বাণানের বাণান লইয়াই ত প্রথমে গোল উঠিবে। পরবর্ত্তী অংশে ণ ন প্রকরণ দেখুন। বর্ণন=বাণান। নির্ম্মাণার্থক বানান স্বতন্ত্র শব্দ; তাহার অন্ত্য অকার উচ্চারিত।

হসন্ত-চিহ্নের আবির্ভাব-তিরোভাব

১। সংস্কৃত-ভাষায় যেগুলি হসন্ত শব্দ (বা পদ), বাঙ্গালায় লিখিবার সময় অনেকে সেগুলির হসন্ত-চিহ্ন দেন না। বোধ হয় ছাপাখানার ও লেখার পরিশ্রম কমাইবার জন্য তাঁহারা এরূপ করেন। হসন্ত-চিহ্নে অসুন্দর দেখায়, এই বলিয়াও কেহ কেহ এরূপ করেন। কিন্তু ইহার দরুণ একটা অনর্থ ঘটে। ইহাতে ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের বিঘ্ন জন্মে। এ রকম ছাপা দেখিতে দেখিতে অল্পশিক্ষিত লোকে ভুল শিখিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ব্যাধি সংক্রামক হইয়া অসাবধান লেখকদিগকে পর্য্যন্ত ধরিয়া বসে। বেদ ও উপনিষদ্, পারিষদ ও পরিষদ্, পদ আস্পদ গোষ্পদ ও আপদ্ বিপদ্ সম্পদ্ সুহৃদ্, সঙ্কট বিকট ও সম্রাট্ প্রাবৃট্, (বিরাট বিরাট্ দুইই হয়), তদ্ধিত ও কৃৎ, শীত ও শরৎ, লোহিত পীত শ্বেত ও হরিৎ, ভারত ও জগৎ, নিদ্রিত ও জাগ্রৎ, ভূত ও ভবিষ্যৎ, ভাগবত ও ভগবৎ, তাড়িত ও তড়িৎ, বঞ্চিত ও কিঞ্চিৎ, উচিত ও চিৎ, বায়স ও বয়স্, অন্তর ও অন্তর্, অনুমান ও হনুমান্, বর্ত্তমান বিদ্যমান দেদীপ্যমান রোরুদ্যমান ও ধীমান্ শ্রীমান্ মূর্ত্তিমান্ বুদ্ধিমান্, পঞ্চবাণ ও বলবান্, পঞ্চপ্রাণ ও ভগবান্, অধিক ও ধিক্, একক ও পৃথক্, চতুর (চালাক) ও চতুর্ (সংখ্যা), দুর ও দুর্ (উপসর্গ), এইরূপ অকারান্ত ও হসন্ত দুই শ্রেণীর শব্দ (বা পদ) একরূপ লিখিলে তাহার জের অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়। ইহার ফলে, 'নিরাপদেষু' * পাঠ পত্রে চলিয়াছে, 'সততা' এই উদ্ভট শব্দ অভিধানে উঠিয়াছে, 'সুহৃদাগ্রগণ্য' 'সুহৃদোত্তম' 'বয়সোচিত' 'বয়সানুরূপ' 'চতুরাক্ষর' 'অন্তরেন্দ্রিয়' 'পুনরাভিনয়' 'বিদ্যুতালোক' 'বিদ্যুতাগ্নি' 'জাগ্রতাবস্থা'

---

* সংস্কৃত-ভাষার অভিধানে 'আপদ' শব্দ আছে, কেহ কেহ এই যুক্তিতে 'নিরাপদ' (অতএব 'নিরাপদেষু') শুদ্ধ বিবেচনা করেন।

'পৃথকার' 'দুরাবস্থা' 'দুরাদৃষ্ট' প্রভৃতি ভুল সন্ধি হইতেছে, শতৃ-প্রত্যয়ান্ত 'জাগ্রৎ' 'জাগ্রত' হইয়াছে ও স্ত্রীলিঙ্গে (ক্ত-প্রত্যয়ান্ত জাগরিত শব্দের সঙ্গে গোল হইয়া ?) 'জাগ্রতা' হইয়া বসিয়াছে ! বাঙ্গালায় 'ত' ও 'ৎ' স্বতন্ত্র হরফ থাকিতেও যে এরূপ ঘটে ইহা বড় আপশোষের কথা। 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় এ কথার বিচার করিয়াছি।

কখন কখন উল্টা উৎপত্তি হইতেও দেখা যায়। 'দেদীপ্যমান' 'ধাব-মান' প্রভৃতি শানচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দে কোন কোন ছাপার পুস্তকে হসন্ত 'ন্' দেখিয়াছি ! 'ত' ও 'ৎ' দুইটি পৃথক্ পৃথক্ হরফ সত্ত্বেও, উচিত, নিশ্চিত, তদ্ধিত, কুৎসিত, উৎপাত, সঞ্চিত, খদ্যোত প্রভৃতি শব্দের শেষের 'ত' 'ৎ' ছাপা হইতে দেখিয়াছি। 'নির্ভীক' 'নির্ভীক্' ছাপা হইতে দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়াছি ! এ সব স্থলে সম্ভবতঃ কম্পোজিটারের দোষে এরূপ ঘটে। তাহারা না বুঝিয়া উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া বসে।

২। বাঙ্গালায় অনেক সময়েই, বিশেষতঃ শব্দের শেষে, 'অ'কার অনুচ্চারিত। উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য এ সকল স্থলে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইলে প্রায় প্রত্যেক শব্দেই এক বা একাধিক হসন্ত-চিহ্ন লাগাইতে হয়। কিন্তু সেরূপ করিলে লেখক ও কম্পোজিটারের পরিশ্রম অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, পরন্তু অতি বিশ্রী দেখাইবে। সংস্কৃত হসন্ত শব্দের সঙ্গে একটা গোলমালও ঘটিবে। এরূপ হসন্ত-চিহ্নের ছড়াছড়ি উচ্চারণানুযায়ী বাণানের (Phonetic spelling) বাড়াবাড়ি বই আর কিছুই নহে। পাঠকগণের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ সমস্ত স্থলে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার না করাই ভাল। প্রথমশিক্ষার্থী ভিন্ন অন্য কাহারও উচ্চারণে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল স্থলে সাধারণ পাঠকের অর্থগ্রহের অসুবিধা বা বিলম্ব ঘটিতে পারে, কেবল সেই সকল স্থলে হসন্তচিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে। যথা, কখন কখন্, কোন

কোন্, কর (ক্রিয়া) কর্ (ক্রিয়া—অবজ্ঞায়)। কর=হস্ত, এখানে বাঙ্গালায় হসন্ত উচ্চারণ হইলেও হসন্ত-চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না, উচ্চারণে কাহারও গোলযোগ হইবে না। ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় লিখিয়া যখন তাহার ঠিক উচ্চারণটি বুঝাইতে হইবে, তখন অবশ্য সুবিধার জন্য হসন্ত-চিহ্ন দেওয়া সঙ্গত।

বিসর্গ-বিসর্জ্জন

বিভক্তির বিসর্গ (যথা দেবাঃ, দাস্যাঃ, শর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ, শকাব্দাঃ, বুদ্ধিমন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ, চন্দ্রমাঃ, পন্থাঃ, মাভৈঃ), প্রত্যয়ের বিসর্গ (যথা স্বতঃ পরতঃ ক্রমশঃ প্রভৃতি তস্ ও চশস্ প্রত্যয়ান্ত পদ), এমন কি, শব্দের স্বাভাবিক বিসর্গও (যথা বহিঃ, অধঃ, স্বঃ, অন্তঃ, পুনঃ, উচ্চৈঃ, শনৈঃ, ভূয়ঃ, পরশ্বঃ, মুহুর্মুহুঃ, অহরহঃ) বাঙ্গালায় অনেকে বাদ দিয়া থাকেন। একখানি প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রে ত দেখিতে পাই, 'ক্রমশঃ, ইতস্ততঃ, ফলতঃ, বস্তুতঃ, বিশেষতঃ' প্রভৃতি স্থলে বিসর্গের পাট একদম উঠিয়া গিয়াছে। অনুস্বার-বিসর্গ দিলেই পাছে সংস্কৃত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিসর্গ-বিসর্জ্জন করা হয় কি?

অনেক সময় (False analogy) অলীক সাদৃশ্যের দরুণ বা অনুপ্রাসের খাতিরে বিসর্গ-বিসর্জ্জন ঘটিয়াছে। এই জন্যই কবিতাকুঞ্জে 'বনমাঝে কি মনমাঝে' বাঁশীর গান রহিয়া রহিয়া বাজে! 'যক্ষ'র দেখাদেখি রক্ষঃ, 'কক্ষ'র দেখাদেখি বক্ষঃ, 'প্রাণ'র দেখাদেখি মনঃ, 'বায়ু'র দেখাদেখি আয়ুঃ, 'ঋজু'র দেখাদেখি যজুঃ, 'ছেদ'র দেখাদেখি মেদঃ, 'সুখ'র দেখাদেখি দুঃখ, 'দ্যুতি'ও 'যতি'র দেখাদেখি জ্যোতিঃ, 'অন্ত'র দেখাদেখি সন্তঃ, 'কন্থা'র দেখাদেখি পন্থাঃ, 'প্রভাত'র দেখাদেখি প্রান্তঃ, 'যম'র দেখাদেখি তমঃ, 'ব্রজ'র দেখাদেখি রজঃ, 'ইক্ষু'র দেখাদেখি

চক্ষুঃ, 'লয়' 'ব্যয়'র দেখাদেখি পয়ঃ বয়ঃ, 'কুহু'র দেখাদেখি মুহুঃ, 'শ্বেত'র দেখাদেখি রেতঃ, 'হেয়'র দেখাদেখি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, 'অন্ত'র দেখাদেখি অন্তঃ (অন্তর্), 'স্ব'র দেখাদেখি স্বঃ (স্বর্), 'বশ'র দেখাদেখি যশঃ, 'পর' 'বর'র দেখাদেখি সরঃ, * 'মন্দ'র দেখাদেখি ছন্দঃ,* 'ধেনু'র দেখাদেখি ধনুঃ,* 'শিরা'র দেখাদেখি শিরঃ*, 'জপ'র দেখাদেখি তপঃ,* 'রিপু'র দেখাদেখি বপুঃ, 'কিন্নর'র দেখাদেখি অপ্সরঃ,*—বাঙ্গালায় বিসর্গ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে হসন্তের দৌরাত্ম্যের কথা বলিয়াছি, বিসর্গান্ত শব্দের (বা পদের) বেলায়ও তাহার জের আসিয়াছে।† বিসর্গের উচ্চারণ প্রযত্নসাধ্য বলিয়া আলস্যবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহার পরের (stage) অবস্থায় যে স্বরে বিসর্গ ছিল, সেটিও পরিত্যক্ত হইয়াছে,

---

* সংস্কৃত-ভাষায় 'সর', 'ছন্দ' 'তপ', শব্দ তিনটিও আছে, কিন্তু ভিন্ন অর্থে; সংস্কৃত-ভাষার অভিধানে 'শির' ও 'ধনু' শব্দও দেখিয়াছি। 'পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়াশিরে,' 'অর্ঘ্যং দদ্যাৎ শিরোপরি' ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনও আছে। 'ধনু' শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। সংস্কৃত-ভাষার অভিধানে 'অপ্সরা' শব্দ আছে, 'দশকুমারচরিতে' একটি প্রয়োগও নাকি আছে; বাঙ্গালায় অপ্সরা ত দেখিয়াছি, অপ্সর অপ্সরীও দেখিয়াছি।

† দুই এক স্থলে বিসর্গ=স্, অকারান্ত হইয়াছে। যথা বয়ঃ=বয়স্=বয়স। তমসাবৃত তমসাচ্ছন্ন প্রভৃতি স্থলে তৃতীয়ার পদ 'তমসা'র সহিত অলুক্ সমাস হইয়াছে, অতএব এগুলি ভুল নহে। 'তমস' শব্দও সংস্কৃত-ভাষার অভিধানে দেখিয়াছি। তবে অভিধানে শব্দটি থাকিলেও যতক্ষণ ভাষায় তাহার প্রয়োগ না দেখা যায়, ততক্ষণ শব্দটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। 'অন্ধতমস' স্থলে অকারান্ত 'তমস' সমাসের নিয়মে হইয়াছে। আশিস্=আশিস ও বত্ব হইয়া আশিষ হইলেই চলিত। কিন্তু 'আশীষ' আশীবিষের আকারে দেখা দেয় কেন? আশীঃ (প্রথমার একবচন), আশীর্ব্বাদ, আশীর্ব্বচন প্রভৃতি দেখিয়া সম্ভবতঃ এই ভ্রম হইয়াছে। 'বিশাল উরসে' ও 'মানস সরসে' কবিতায় দেখিয়াছি।

ফলে হসন্ত উচ্চারণ হইয়াছে। যথা, স্রোতঃ, তেজঃ, মনঃ, পয়ঃ, যশঃ, তপঃ, অপ্সরঃ, মেদঃ, শিরঃ, রজঃ, রেতঃ ইত্যাদি। [দুঃখের বিষয়, 'দুঃখে'র মাঝে পড়িয়া বেচারা বিসর্গ সাধারণ উচ্চারণে লুপ্ত ও 'সুখে'র দেখাদেখি শেষ স্বর অনুচ্চারিত]। 'চক্ষুঃ'র অবস্থা আরও শোচনীয়; চক্ষুঃ হইতে চক্ষু, তাহা হইতে চক্ষ পর্য্যন্ত হইল; তবুও যখন হসন্ত উচ্চারণ করা গেল না, তখন অপভ্রংশে 'চোখ' করিয়া অকারের উচ্চারণ খসান হইল। ধন্য অধ্যবসায়!

সমাস ও সন্ধির স্থলে এই বিসর্গ-বিসর্জ্জনের ফল শোচনীয় হইয়া পড়ে। ইহার ফলে মনচোরা, মনমোহন, * মনহর, মনমত, মনসাধ, দীর্ঘায়ুলাভ, যশপিপাসা, যশগান, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুদান, চক্ষুকর্ণ, চক্ষুজল, চক্ষুরোগ, চক্ষু-চিকিৎসা, চক্ষুগোচর, চক্ষুদ্বয়, চক্ষুরত্ন প্রভৃতি 'সমস্ত' পদ, ছন্দৈশ্বর্য্য, ছন্দালঙ্কার, ছন্দানুরোধ, স্রোতাভ্যন্তরে, সদ্যোদ্ভিন্ন, সদ্যোন্মুক্ত, সদ্যোপভুক্ত, বক্ষোপরি, গঙ্গাবক্ষোত্থিত, মনাগুন, মনানল প্রভৃতি সন্ধিসমাস-গ্রথিত পদ, জ্যোতীন্দ্র, জ্যোতীশ, তপেন্দ্র, তেজেন্দ্র, তেজেশ, তেজচন্দ্র প্রভৃতি নাম আসিয়া যোটে। 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় সমাস ও সন্ধি-প্রকরণে এই প্রশ্নের বিচার করিয়াছি। অবশ্য, বিসর্গান্ত শব্দে বাঙ্গালায় বিভক্তি যুড়িবার সময় বিসর্গলোপ অবশ্যম্ভাবী। 'মনে' 'বক্ষে' না লিখিয়া কিছু আর 'মনেঃ' 'বক্ষেঃ' লিখিব না। সুতরাং কায়মনে, আনন্দমনে, আনন্দ-সরে (সরঃশব্দ), বিশালবক্ষে, পয়ারছন্দে, নদীস্রোতে, দীপাবলিতেজে প্রভৃতি প্রয়োগ অবশ্য ঠিক। স্বচক্ষে, দিব্যচক্ষে, চর্ম্মচক্ষে, মানসচক্ষে, একটু স্বতন্ত্র রকমের, তবে এগুলিরও খুব চল, বন্ধ করা অসাধ্য। সমাসে 'অক্ষি' স্থানে 'অক্ষ' আদেশের ন্যায় এখানে 'চক্ষুঃ' স্থানে 'চক্ষ' আদেশ!

---

* 'মন্মোহন' বাণানও দেখিয়াছি (অবশ্য মৎ+মোহন অর্থে নহে)। একজন সুপণ্ডিত বন্ধু দেখাইয়াছেন সংস্কৃত 'মন্মথে'ও 'মনস্' শব্দের এই দশা।

তাহাও না হয় মানিলাম। কিন্তু প্রথমার পদ অন্যমনাঃ, প্রথিতযশাঃ, উদারচেতাঃ, খরস্রোতাঃ, ত্রিস্রোতাঃ, দীর্ঘায়ুঃ, প্রভৃতিতে বিসর্গলোপ হইবে কেন ?

পক্ষান্তরে, ('আপাততঃ' র দেখাদেখি ?) প্রত্যুত, সতত, হয় ত প্রভৃতিতেও কেহ কেহ বিসর্গ দিয়া বসেন। পুরাতন বাঙ্গালায় 'ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ' প্রভৃতি স্থলে 'করত'র বিসর্গ আসে কোথা হইতে ? ছাপার পুস্তকে কোলন্-ড্যাশের স্থানে প্রায়ই বিসর্গ-ড্যাশ্ দেখা যায় ! সংক্ষিপ্ত লিখনেও বিসর্গ ব্যবহৃত হয়। যথা ডাঃ মাঃ=ডাকমাশুল। ইহার প্রতীকার নাই।

আকার-গ্রহণ

অকারের উচ্চারণ লইয়া বাঙ্গালায় বড় গোলযোগ। যেমন অনেক স্থলে ইহা অনুচ্চারিত, তেমনি অনেক স্থলে আবার 'অ'কার 'আ'কার হইয়াছে ও সেইরূপ উচ্চারণানুযায়ী বাণানও চলিয়াছে। এটা বাঙ্গালা ভাষার একটা বিশিষ্টতা বলিয়া মনে হয়। 'আ'কারের ব্যাপারে সাধুভাষার শব্দের কি দশা ঘটিয়াছে তাহা 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় ভোলফেরা শব্দের আলোচনা-স্থলে দেখাইয়াছি। যথা, দারা (দার), (পুস্তকের) পৃষ্ঠা (পৃষ্ঠ), কায়া (কায়, ছায়ার দেখাদেখি), মলয়া (মলয়, হাওয়ার দেখাদেখি), কাণা (কাণ), মামা (মাম), মলা বা ময়লা (মল), ষণ্ডা (ষণ্ড), ধ্বজা (ধ্বজ), মূলা (মূল), তূলা (তূল, তুলাদণ্ডের দেখাদেখি), ছলা (ছল, কলার দেখাদেখি), তলা বা তালা (তল), গলা (গল), কণ্ঠা (কণ্ঠ), ফেনা (ফেন), অলকা তিলকা, দেবা, রামা, শ্যামা, শঙ্করা (এই চারিটি অবজ্ঞায়), বিহঙ্গমা, ব্যাখ্যানা, চোরা, বচসা, মন্দা, শিরোনামা, অষ্টমঙ্গলা, একা, পলাতকা,

একচ্ছত্রা, সর্ব্বেসর্ব্বা, মন্বন্তরা, রজনীগন্ধা, পরিক্রমা, সুন্দরাকাণ্ড, উত্তরা-কাণ্ড, সভাউজ্জ্বলা জামাই, নির্জ্জলা দুধ, নিষ্ফলা বার, শ্বশুরদত্তা বিষয়, কর্ম্মনাশা লোক, দক্ষিণা বাতাস, বসুজা, ঘোষজা, মিত্রজা, দত্তজা, সেনজা ইত্যাদি। প্রাচীন কাব্যে পঙ্কা, কলঙ্কা, দেহা, অবতারা, সন্দেহা, বালা (বাল) প্রভৃতি অজস্র মিলে। সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশের বেলায়ও ইহার পূর্ণ প্রকোপ। যথা পদের অন্তে—লোহা (লৌহ), রূপা (রৌপ্য), তামা (তাম্র), সোণা (স্বর্ণ), কাঁসা (কাংস্য), গোরা (গৌর), শিঙ্গা (শৃঙ্গ) ইত্যাদি; কলিকাতায় ঘট্‌কা (ঘটক), ও বাম্‌না (বামুন=ব্রাহ্মণ) শুনিয়াছি। পদমধ্যে—ভাত (ভক্ত), কাণ (কর্ণ), পাঁক (পঙ্ক), চাঁদ (চন্দ্র), ষাঁড় (ষণ্ড), বান (বন্যা), ঘাম (ঘর্ম্ম) ইত্যাদি। উভয়ত্র—যাঁতা (যন্ত্র), চাঁপা (চম্পক), কাদা (কর্দ্দম), ছাতা (ছত্র), পাখা (পক্ষ), মাথা (মস্তক), বাছা (বৎস), রাতা (রক্ত, প্রাচীন কাব্যে)। পদের আদিতে—আন (অন্য)। দুইরূপ—শাঁখ ও শাঁখা (শঙ্খ), চাক ও চাকা (চক্র), হাত ও হাতা (হস্ত) ইত্যাদি।

অবশ্য এ সব 'খাঁটী বাংলা' শব্দের 'আ'কার উঠাইতে বলিতেছি না। সাধুভাষার শব্দগুলিতেও 'আ'কার এরূপ মৌরুসী পাট্টা করিয়া লইয়াছে যে, তাহা আর এখন উঠান অসম্ভব। তবে 'দারা' 'কায়া' এই দুইটি না থাকিলেই ভাল হয়।

সাধুভাষার শব্দের বেলায়, শেষে 'আ'কার আসিয়াছে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু কোন কোন স্থলে অন্যত্রও 'আ'কার আসিয়াছে, যথা—(সাধারণ উচ্চারণে) আকথা, আমাবস্যা, দশহারা, ভয়াঙ্কার, অজাগর সাপ; (প্রাচীন কাব্যে) অনুপম=অনুপাম ও অনুপামা, নয়ন=নয়ান, বদন=বয়ান, অনল=আনল, দন্তবক্র=দন্তাবক্র (অষ্টাবক্রের দেখাদেখি) হইয়াছে। পক্ষান্তরে পরমায় সাধারণ উচ্চারণে পরমন্ন। অনেককে চামরী,

বাড়বা, পাতঞ্জলি উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি, লিখিতেও দেখিয়াছি। (এগুলি কি চামর, বাড়বানল ও পাতঞ্জলের দেখাদেখি ? না 'অ'কারের 'আ'কারের মত উচ্চারণ ?)

উচ্চারণের এই ঢেউ সন্ধিস্থলে পর্য্যন্ত লাগিয়াছে। 'পৃথগান্ন,' 'অনাটন,' দুরাবস্থা,' 'দুরাদৃষ্ট,' 'পুনরাভিনয়,' প্রভৃতি ভুল সন্ধি ইহারই ফল নহে কি ? কেহ কেহ 'অনাটন'কে 'খাঁটী বাংলা' প্রমাণ করিতে 'খাঁটি বাংলা' 'আঁটন' ও 'অনা' উপসর্গ যোটান ; 'দুরা' উপসর্গও 'খাঁটী বাংলা'য় আছে না কি ? নতুবা 'দুরাবস্থা' 'দুরাদৃষ্ট' কেন ?

'অ'কারের 'আ'কারের দিকে এইরূপ উচ্চারণের টান ও তাহার উপর 'য'ফলা উচ্চারণের দোষ, এই উভয়ের সমবায়ে অধ্যায়ন, অনুমত্যানুসারে, জাত্যাভিমান, ভূম্যাধিকারী, আয়ুর্ব্ব্যান্ন, শুদ্ধ্যাশুদ্ধি প্রভৃতি ভুল সন্ধির উদ্ভব নহে কি ? [ব্যয়, ব্যক্তি, ব্যঞ্জন, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যতীত, ব্যবসায়, ব্যসন, ব্যভিচার, ব্যতিরিক্ত, ব্যতিক্রম প্রভৃতি স্থলে বাঙ্গালা বিকৃত উচ্চারণ সকলেই জানেন। এই বিকৃত উচ্চারণ শুনিয়া শুনিয়া কেহ কেহ 'ব্যায়' 'ব্যেক্তি' প্রভৃতি ভুল বাণান লিখিয়া ফেলে।]

'অ'কারের 'আ'কারের দিকে এইরূপ উচ্চারণের টান ও তাহার উপর 'ব'ফলা উচ্চারণের দোষ, উভয়ের সমবায়ে 'পশ্বাধম' হওয়া সম্ভব।

পক্ষান্তরে, কতকগুলি স্থলে সংস্কৃত শব্দের 'আ'কার অপভ্রংশে 'অ'কার হইয়াছে। যথা—শিরা 'শির' হইয়াছে, ধারা 'ধার' হইয়াছে, শিলা 'শিল' হইয়াছে, শালা 'শাল' হইয়াছে (যথা ঢেঁকীশাল হাঁড়ীশাল), চূড়া 'চূড়' হইয়াছে, জটা 'জট' হইয়াছে, মালা 'মাল' হইয়াছে (যথা হাড়মাল ভক্তমাল ; ভক্তমাল হিন্দিতেও আছে), বীণা 'বীণ' হইয়াছে, মুক্তা 'মুক্ত' হইয়াছে, লালা 'লাল' (নাল) হইয়াছে, আশা 'আশ' হইয়াছে, 'ছায়া' কবিতায় 'ছায়' হইয়াছে। মায়ার 'ময়া' উচ্চারণ ও

শাখার 'শখা' উচ্চারণ স্ত্রীলোকের মুখে শুনা যায়। আভরণের 'অভরণ' উচ্চারণ ও মাংসের 'মংস' উচ্চারণও শুনিয়াছি।

চন্দ্রবিন্দু-চন্দ্রোদয়

বাঙ্গালায় যেমন বিসর্গের বিসর্জ্জন ঘটিয়াছে, তেমনই আবার চন্দ্রবিন্দুর উদয় হইয়াছে। বাস্তবিক, চন্দ্রবিন্দু-চন্দ্রোদয়ে বাঙ্গালা ভাষা-বারিধি দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। বৃহস্পতির উপগ্রহের ন্যায় বাঙ্গালা বর্ণমালার এই উপগ্রহের আবিষ্কারের জন্য কে ধন্যবাদার্হ, জানি না। সংস্কৃত-ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর উৎপাত দুই একটা সন্ধিস্থলে ভিন্ন বড় একটা ছিল না। রাঢ় দেশের উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দু একটা উৎপাত; ক্রিয়াপদে পর্য্যন্ত গিঁয়েছে, খেঁয়েছে ইত্যাদি উচ্চারণ আসে। কতকগুলি বিশেষ্যপদ রাঢ় বাগড়ী উভয় অঞ্চলেই চন্দ্রবিন্দুযোগে উচ্চারিত হয়; তবে সব স্থানের উচ্চারণ এক নহে; আমাদের জেলায় (নদীয়ায়) ঘোঁড়া, (গাছের) গোঁড়া, চাঁট, চাঁটা (ক্রিয়া), হাঁই, ইত্যাদি উচ্চারণ হয়, কলিকাতায় হয় না। আবার কলিকাতা অঞ্চলে মোঁশা, চিঁড়ে (চিপিটক), ফোঁড়া (স্ফোটক), প্যাঁড়া (পেটরা), শাকের আঁটি, ইত্যাদি উচ্চারণ, আমাদের জেলায় হয় না। (ছিদ্র করা অর্থে উভয় অঞ্চলেই ফোঁড়া)। পূর্ব্ববঙ্গ চন্দ্রবিন্দুবর্জ্জিত বলিয়া আমরা টিটকারী দিই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণই হিসাবমত ধরিতে গেলে শুদ্ধ।

চন্দ্রবিন্দু সাধুভাষার শব্দকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। পূঁষ (পূষ), তুঁষ (তুষ), কাঁচ (কাচ), শাঁপ (শাপ), পাঁচন (পাচন), (ইহা পাচন=decoction পচ্ ধাতু-নিষ্পন্ন, পাঁচটি উপাদানে প্রস্তুত নহে) —এই পাঁচটি শব্দের উচ্চারণে, এবং কখন কখন বাণানে ছাপার বহিতে চন্দ্রবিন্দুর প্রকোপ হইয়াছে, এ কথা 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় ভোলফেরা

শব্দের বিচারে বলিয়াছি। অপভ্রংশের বেলায় ত চন্দ্রবিন্দুর পূর্ণ প্রকোপ। এ সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, বর্গের পঞ্চম বর্ণ বা অনুস্বারের, অর্থাৎ অনুনাসিক বর্ণের বিলোপ ঘটিলে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) সেই বর্ণের মৃত্যুচিহ্ন জ্ঞাপন করে। উদাহরণ, যথা—

ঙ আঁক (অঙ্ক), পাঁক (পঙ্ক), বাঁকা (বঙ্ক), কাঁকর (কঙ্কর), শাঁখ ও শাঁখা (শঙ্খ), আঁতকান (আতঙ্ক)।

ঞ আঁচল বা আঁচলা (অঞ্চল), আঁজুল বা আঁজলা (অঞ্জলি), পাঁচ (পঞ্চ), কুঁচ (গুঞ্জা), খোঁড়া (খঞ্জ), পাঁজি (পঞ্জিকা), গাঁজা (গঞ্জিকা), ছেঁচা (সিঞ্চ্), মোঁছা (মুঞ্চ্), কোঁচা (কুঞ্চ্)।

ণ ষাঁড় (ষণ্ড), ভাঁড় (ভাণ্ড), খাঁড় (খণ্ড), ঢোঁড়া (ডুণ্ডুভ), দাঁড়ান (দণ্ডায়), পিঁয়াজ (পলাণ্ডু), কাঁঠী (কণ্ঠী), কাঁটা (কণ্টক), কাঁড়া (কণ্ডন), কাঁটাল (কণ্টকী ফল), বাঁটা (বণ্টন করিয়া, ভাগ করিয়া দেওয়া), ঘাঁটা (ঘণ্ট), শিঁড়ি (শ্রয়ণী, শ্রেণী), শুঁড়ী (শৌণ্ডিক), চাঁড়াল (চণ্ডাল)।

ন ইহার উদাহরণ সব চেয়ে বেশী। কয়েকটিমাত্র দিলাম—চাঁদ (চন্দ্র), দাঁত (দন্ত), যাঁতা (যন্ত্র), গাঁট বা গিঁট (গ্রন্থি), খোঁড়া (খনন), আঁত (অন্ত্র), বাঁঝা (বন্ধ্যা), আঁধলা (অন্ধ), বঁধু (বন্ধু), বাঁধা (বন্ধন, বন্ধক), রাঁধা (রন্ধন), ঠাঁই (স্থান), সাঁঝ (সন্ধ্যা), গাঁথা (গ্রন্থন), কাঁদা (ক্রন্দ্), সাঁতার (সন্তরণ), তেঁতুল (তিন্তিড়ী), সিঁধ (সন্ধি), সিঁদুর (সিন্দূর), কাঁধ (স্কন্ধ), আঁধার (অন্ধকার), বোঁটা (বৃন্ত), ইঁদুর (উন্দুর), তাঁত (তন্ত্র), কাঁথা (কন্থা), ছুঁচা (ছুছুন্দরী), ছাঁদ (ছন্দঃ), বাঁদর (বানর)।

ম ভুঁই (ভূমি), ধোঁয়া (ধূম), রোঁয়া (রোম), শাঁই (শমী), গোঁসাই (গোস্বামী, এককালে গোসাঞী ছিল, চন্দ্রবিন্দুটা একটু

সরিয়া বসিয়াছে), কাঁপা (কম্প), গোঁফ (গুম্ফ), চাঁপা (চম্পক), যোঁয়ান (যমানী), গোঁয়ান (গমি ধাতু—গম্ ণিচ্—হইতে), সঁপা (সমর্পণ), আঁষ (আমিষ), সীঁথা বা সীঁথি (সীমন্ত, এখানে 'ম' 'ন' উভয়ই গেল), (কলিকাতায়) আঁব (আম=আম্র)।

ং আঁশ (অংশু, পাটের আঁশ), বাঁশ (বংশ), বাঁশী (বংশী), পাঁশ (পাংশু), ডাঁশ (দংশ), পাঁতি (পংক্তি), সাঁড়াশী (সন্দংশ, 'ং' 'ন' উভয়ই গেল), কাঁসা (কাংস্য), হাঁস (হংস)।

[হাঁসের দেখাদেখি আবার হাঁসপাতাল !]

এই নিয়মের ব্যভিচারও কিন্তু দেখা যায়। অর্থাৎ, অনুনাসিক বর্ণ গিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রবিন্দু আসে নাই। যথা—

ঙ শিকল (শৃঙ্খল), টাকা (তঙ্কা)।

ঞ মাজন (মঞ্জন), ঝড় (ঝঞ্ঝা), কিছু (কিঞ্চিৎ)।

ণ লুঠ (লুণ্ঠন), ম্যারাপ (মণ্ডপ ?), মোড়ল (মণ্ডল), রেড়ী (এরণ্ড), মাড় (মণ্ড), সেকরা (স্বর্ণকার)।

ন মাদুর (মন্দুরা) ; তবে কোন কোন অঞ্চলে মাঁদুরও শুনা যায়।

ম লাফ (লম্ফ), ঘোড়ার রাশ ও রশি (রশ্মি)।

ং সাড়া (সংজ্ঞা), দাড়া (দংষ্ট্রা) (তবে কলিকাতায় দাঁড়া), বিশ (বিংশ), ত্রিশ (ত্রিংশ), মাস (মাংস) (যথা, মদমাস, হাড়মাস, ফুলোমাস লাগা) ইত্যাদি।

কিন্তু কতকগুলি স্থলে, যেখানে অনুনাসিকের নামগন্ধ নাই, সেখানেও চন্দ্রবিন্দু উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছে। যথা,—আঁখর (অক্ষর), আঁখি (অক্ষি), কাঁথ (কক্ষ), কোঁক (কুক্ষি), যঁক (যক্ষ), ঢেঁকি (ধক্ক), হাঁসি (হস্ ধাতু), পুঁথি (পুস্তক), পুঁতুল (পুত্তলিকা), খাঁড়া (খড়্গ), নদীয়ায় ঘোঁড়া (ঘোটক), কলিকাতায় প্যাঁড়া (পেটক) ;

ফোঁড়া (স্ফুট=ফুটো অর্থাৎ ছিদ্র করা অর্থে ; 'ফুটো'য় কিন্তু চন্দ্রবিন্দু হয় নাই), পোঁতা (প্রোথ), পুঁই (পূতিকা), ইঁট (ইষ্টক), ফোঁটা (স্ফোট), চাঁট চাঁটি (চপেট), যুঁই (যূথী), জোঁক (জলৌকা), কুঁজো (কুব্জ), যোঁয়াল (যুগ), ছোঁচান (শৌচ), এঁটো (উচ্ছিষ্ট), ছুঁচ (সূচি), সাঁচা (সত্য), জিঁত (জি ধাতু), উঁচু(উচ্চ), ছেঁড়া (ছিদ্ ধাতু), ছ্যাঁদা (ছিদ্র), চেঁচান (চীৎকার), শাঁস (শস্য), ঠোঁট (ওষ্ঠ), পেঁচা (পেচক), কোন কোন অঞ্চলে প্যাঁকাটি (পাটকাঠী) ও চিঁড়ে (চিপিটক), কাঁকুড় (কর্কটিকা), কাঁকড়া (কর্কট), ফাঁকি (ফক্কিকা), পীঁড়ি (পীঠ), শূঁয়া (শূক), পাঁচীর (প্রাচীর), সাঁজো (সদ্যঃ) ; সম্ভ্রম বুঝাইতে যাঁহার, তাঁহার, ইঁহার।

এ সকল স্থলে চন্দ্রবিন্দুর আবির্ভাব কেন হয় ? রবিবাবুর গল্পের 'কাবুলীওয়ালা' থলিতে কি আছে জিজ্ঞাসিত হইয়া অনর্থক অনুনাসিক প্রয়োগ করিয়া 'হাঁতী' বলিয়াছিল। কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিতে গেলে আমরা ত সকলেই কাবুলীওয়ালা ! অপভ্রংশগুলির কোন কোনটিতে কখন কখন (যথা, পুথি, পুতুল, হাসি, ইট), ছাপার বহিতে চন্দ্রবিন্দু থাকে না দেখি। বাকীগুলির সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য ? এ সকল স্থলে নিজের নিজের অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণ-অনুসারে লিখিলে ত মুস্কিল হইবে। কতকগুলি স্থলে চন্দ্রবিন্দুর মৌরুসী স্বত্ব জন্মিয়াছে, লোপ করা কাহারও সাধ্য নহে, যথা সম্ভ্রমার্থে যাঁহার, তাঁহার, ইঁহার।

এই প্রসঙ্গে 'খোকার দপ্তর,' 'শিশুতোষ', 'মোহনভোগ' প্রভৃতি মনোহর শিশুপাঠ্য পুস্তকের রচয়িতা ময়মনসিংহের ৺ মনোমোহন সেন মহাশয়ের "পেটকাটা 'ব'র উড়িষ্যাযাত্রা"-নামক সুন্দর ব্যঙ্গকবিতার (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৫) একাংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

চন্দ্রবিন্দুরূপে হসন্ত মকার ছাইয়া ফেলিল ভাষা।
যত আম ছিল হয়ে গেল আঁব, আখিগুলি হল আঁখি।
কাচগুলি সব হয়ে গেল কাঁচ, ফক্কিকা হ'লেন ফাঁকি।
তামাক ধরিল তাঁবাক চেহারা, অবাক্ দেখিয়া সবে।
হাসিকে শুনিয়া হাঁসিতে, দেশটা ফাটিল হাসির রবে।
স্ফোটকেরে "ফোঁড়া" পোট্‌লী "পুঁটুলী" দেখে হয় অনুমান,
নাসার উপর ডাকিয়া গিয়াছে চন্দ্রবিন্দুর বান।
হায় সে অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া সকলে পাইল ভয়—
বিনাযুদ্ধে রাজ্য—রাণী শূর্পণখা কখন্ করিল জয়?

পূর্ব্ববঙ্গের সুরসিক কবির এই বিদ্রূপবাণীর উত্তরে আমাদের (দক্ষিণ-বাঙ্গালাবাসীদিগের) কি বলিবার আছে?

হ্রস্বদীর্ঘ-জ্ঞান

১। উচ্চারণ-দোষে আমরা হ্রস্বদীর্ঘ-জ্ঞান হারাইয়াছি। কেবল ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হয়। একটু অসাবধান হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশুদ্ধি আসিয়া পড়ে। কতকগুলি স্থলে সংস্কৃত-ভাষায় বিকল্পে হ্রস্বদীর্ঘ হয়, যথা ই ঈ—শ্রেণি, বেণি, রাজি, আলি, কটি, কোটি, রাত্রি, রজনি, সূচি, শারি, মক্ষি, অবনি, অটবি, ধমনি, আবলি, তরি, ত্রুটি, ধরণি, ভঙ্গি, বন্দি * (কয়েদী), যুবতি। অন্তরিক্ষ অন্তরীক্ষ; কুটির কুটীর, চিৎকার চীৎকার, বল্মিক বল্মীক, বাল্মিকি বাল্মীকি, প্রতিকার প্রতীকার, পরিতাপ পরীতাপ, পরিহাস পরীহাস; তি (ক্তিন্)

* স্তুতিপাঠক বন্দিন্ স্বতন্ত্র শব্দ, তাহার পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচন বন্দী, স্ত্রীলিঙ্গে বন্দিনী। বন্দি বা বন্দী=কয়েদী, নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। অথচ 'বন্দিনী' অনেকে কারাবাসিনী অর্থে লেখেন।

প্রত্যয়ান্ত হইলেও পদ্ধতি পদ্ধতী দুই রূপই হয়। উ ঊ—তনু তনূ, চঞ্চু চঞ্চূ, হনু হনূ, অলাবু অলাবূ, শম্ভু শম্ভূ, স্বয়ম্ভু স্বয়ম্ভূ, শম্বুক শম্বূক, জম্বুক জম্বূক, ভল্লুক ভল্লূক, পুরুষ পূরুষ, রুক্ষ রূক্ষ ইত্যাদি। অভিধান লিখিতে বসি নাই, নিঃশেষ করিয়া উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি স্থলে ব্যুৎপত্তিভেদে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাণান আছে। যথা, আস্তিক আস্তীক মুনি, দিন দীন, শুক শূক, গিরিশ গিরীশ, চির চীর, দ্বিপ দ্বীপ, বলি বলী, আহুত আহূত, কুল কূল, সুত সূত, সুর সূর, পুর পূর। ঊন, ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মিলা, ঊর্দ্ধ, ঊষর, ঊহ্য—এগুলি দীর্ঘ ঊ। ঊরুও দীর্ঘ ঊকারাদি। ঊষা * উষস্ উষসী হ্রস্ব উ, কিন্তু উষ ঊষ সুতরাং প্রত্যুষ প্রত্যূষ দুইই হয়। ভ্রূ শব্দ, কিন্তু ভ্রূকুটী ভ্রুকুটী, কুটি কুটী দুইরূপই হয়; একুনে চারি রকম! 'ধুস্তুর'ও চারি রকম হয়!

একাধিক ইবর্ণ বা উবর্ণ। হরীতকী, পিপীতকী, বিভীতকী, বিভীষিকা, পিপীলিকা, কনীনিকা, কিরীট, দধীচি, মরীচি, দীধিতি, নিরীহ, ইন্দিরা, শারীরিক, ভাগীরথী, সমীচীন, পৌরাণিকী; সূনু, দুরূহ, উদূখল, উলূক, শুশ্রূষা, মুমূর্ষু। মুহূর্ত্ত মুহুঃর দেখাদেখি মুহুর্ত্ত ছাপা হয়!

সেদিন একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক-পত্রে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দাশরথী রায় দেখিলাম। ত্রেতাবতার রামচন্দ্র রথী ছিলেন বলিয়া অথবা পাঁচালীকার রায় মহাশয়ের ভাগীরথী-তীরে বাস ছিল বলিয়া এইরূপ বাণান? রথীর দেখাদেখি সারথীও ছাপা হয়! সুভদ্রা সারথি হইলেও না হয় স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া সারথী রাখা যায়। পুংলিঙ্গে সখি, স্ত্রীলিঙ্গে সখী; অনেকে পুংলিঙ্গে সখা ও স্ত্রীলিঙ্গে সখি মনে করেন। সখা শব্দ নহে, পুংলিঙ্গ সখির প্রথমার একবচনের পদ। (সখীর সম্বোধনে অবশ্য সখি।)

---

* তবে বাণরাজকন্যা উষা নাকি ঊষাও হয়।

হ্রস্বদীর্ঘ-রহস্য

অদ্ভুত	ভূত, প্রভূত, উদ্ভূত	দুর্ব্বল, দুর্ব্বার	দূর্ব্বা
অনিল	নীল	দুষ্ট, দুষ্মন্ত	দূষ্য
অসি	মসী	নিম্ন	নীচ
অসিতা	সীতা	নির্ (উপসর্গ)	নীর (জল)
আকুল	অকূল	নিরুপম	নিরূপণ
উচ্চ	ঊর্দ্ধ	নিশিত	নিশীথ
উপ (উপসর্গ)	ঊন	পতি	সতী
উপ (উপসর্গ)	রূপ	পরিখা	পরীক্ষা
উরস্	ঊরু	পুণ্য	পূত
উর্ব্বশী	ঊর্ম্মিলা	পুণ্য	পূর্ণ
কলি	কালী	পুণ্য	শূন্য
কিরণ	বিকীর্ণ	পুত্র	পূত
কৌতুক	কৌতূহল	পুরাতন	নূতন
ক্রিয়া	ক্রীড়া	প্রভু	প্রতিভূ
ক্ষুদ্র	শূদ্র	প্রভুত্ব	প্রভূত
গরিষ্ঠ	গরীয়ান্	প্রিয়	প্রীতি
গুড়	গূঢ়	ভিষক্	ভীষণ
গুহ্য	ঊহ্য	ভুবন	ভূ
চ্যুত	চূত (আম্র)	মিলন	নিমীলন, উন্মীলন
তুলা (দণ্ড)	তূল (কার্পাস), তূলিকা	মুকুল	দুকূল
তুষ্টি	তূষ্ণীম্ভাব	মুখ	মূক
দুর্ (উপসর্গ)	দূর	মুখ্য	মূর্খ

মুষল	উদূখল	শ্মশ্রু (দাড়ি)	শ্বশ্রূ (শ্বাশুড়ী)
মুহুর্মুহুঃ	মুহূর্ত্ত	ষষ্টি (ষাট)	ষষ্ঠী
বধির	ধীর	সমুদ্র	সমূহ
বিদুষী	বিদূষক	সুত	প্রসূতি
বিহিত	বিহীন	সুত	স্নায়ু
শিক্ষা	দীক্ষা	স্তুতি	স্তূপ
শিলা	শীল	স্ফুরণ	স্ফূর্ত্তি
শুচি	সূচি		

২। সংস্কৃত-ভাষার শব্দের অপভ্রংশের বেলায় কি করা উচিত? অনেকের দেখি, হ্রস্বর দিকে ঝোঁক; ঘটি কুশি পাখি গিন্নি ইত্যাদিরূপ ছাপা প্রায়ই দেখি। কিন্তু ব্যুৎপত্তি ধরিয়া হ্রস্বদীর্ঘ স্থির করা সঙ্গত নহে কি? ঘটের স্ত্রীলিঙ্গ ঘটী, এ ত খাঁটি সংস্কৃত। কোশী (সং) হইতে কুশী (বাং)। পক্ষীর অপভ্রংশ পাখী, গৃহিণীর অপভ্রংশ গিন্নী, ঈর্ষা = রীষ, ইত্যাদি। ঘটিকা হইতে ঘড়ি, মৃত্তিকা হইতে মাটি, এখানে হ্রস্ব ঠিক। শ্রেণি শ্রেণী সংস্কৃত-ভাষায় দুইই হয়, অতএব অপভ্রংশ শিঁড়ি শিঁড়ী, শারি শারী, দুইই হইতে পারে। দীর্ঘিকা = দীঘি, নবদ্বীপ = নদীয়া। কিন্তু দীপ-শলাকা = দীয়াশলাই, এখানে 'দী' কেহ লিখিবে কি? সখীর অপভ্রংশে সঈ (সই নহে) কেহ মানিবে কি? সৈ লিখিয়া ফাঁকি দেওয়া চলে (যেমন বধূ = বঊ = বৌ)। তবে সম্বোধনে সখি = সই ঠিক। প্রীতি হইতে 'পীরীতি' ও 'পীরীত' হইবে কি? 'আসীৎ' হইতে আছিল, তাহা হইতে ছিল, ইহা যদি প্রকৃত হয়, তবে ত আছীল ছীল লিখিতে হয়! শূক = শূঁয়াপোকা, শূকর = শূয়োর, সূচি = ছুঁচ, সূত্র = সূতা, সূত্রধর = ছুতার! ঘূর্ণধাতু = ঘুরিতেছে। কীল হইতে বাঙ্গালা কিল ও খিল। এ সব স্থলে কেহ দীর্ঘ লিখিবে কি?

'খাঁটি বাংলা'য় 'ঈ' যোগে সচরাচর স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়, যথা কাকী, খুড়ী, মামী, জ্যেঠী (কলিকাতায় জ্যেঠাই)। দাদায় স্ত্রীলিঙ্গে কি উভয় অংশেই প্রত্যয় হইয়াছে? তবে কি দীদী লিখিব? সে যে 'গডাঢর চণ্ড্রের' ডাঁড়া অপেক্ষাও উৎকট হইবে! পিসিমাসি কাকীমামীর দলের নহে (পিতৃষ্বস্থ মাতৃষ্বস্থর অপভ্রংশ); অতএব স্ত্রীপ্রত্যয় 'ঈ'র স্থল নহে। তবে ঋকারের অপভ্রংশে ই হইবে কি ঈ হইবে, ইহা একটা সমস্যা বটে। [পিসিমাসির বেলায় একটা উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে; স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পুংলিঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে, যথা, পিসে মেসো। এ ক্ষেত্রে তাহাই স্বাভাবিক, কেননা আগে পিসিমাসির সঙ্গে সম্পর্ক, পরে পিসে মেসোর সঙ্গে সম্পর্ক। পক্ষান্তরে আগে মামা কাকা খুড়া জ্যেঠার সঙ্গে সম্পর্ক, পরে তাঁহাদিগের পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক; সুতরাং ঐ শব্দগুলি হইতে মামী কাকী খুড়ী জ্যেঠী হইয়াছে। মন্তব্য—এটুকু সমাজতত্ত্ব হইলেও ভাষাতত্ত্বের মূলে আছে, সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক নহে।]

অকার ও য়কারে গোলযোগ

আমরা অ য় এই উভয় বর্ণের উচ্চারণে প্রভেদ করি না, সেই জন্য স্বরের অ, অন্তঃস্থ য় নাম দিয়া প্রভেদ জানাই। (সংস্কৃত-ভাষায় য আছে য় নাই, সংস্কৃত-ভাষায় য বাঙ্গালা য় উচ্চারণের কতকটা কাছাকাছি)। ইহার ফলে অনেক স্থলে অ না লিখিয়া য় লিখি, আ না লিখিয়া য়া লিখি। প্রাকৃতে দেখা যায়, সংস্কৃত-ভাষার শব্দের বা পদের ব্যঞ্জন অপভ্রংশে অ (বা এ) হইয়াছে, যথা সাগর=সাঅর, দ্বার=দুআর, সখা=সআ, নব=নঅ, খদির=খএর, গুবাক=গুআ, শিখর=শিঅর, শূকর=শূঅর, শৃগাল=শিআল, গোপাল=গোআল, রাজ=রাঅ, পাদ=পাঅ, পূপ=পূঅ, বনচারী=বনআরী, বদন=বঅন; কিন্তু বাঙ্গালায় এগুলির সায়র

(যথা বর্দ্ধমানে কৃষ্ণসায়র, দেওঘরে জলসায়র), তুয়ার, সয়া, নয় (সংখ্যা), নয়া (নূতন), খয়ের, গুয়া, শিয়র, শূয়র, শিয়াল, গোয়াল বা গোয়ালা, পায়া, পূয়া, বনোয়ারী, বয়ান, বাণান হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহা বন্ধ করা অসাধ্য। হিসাব-মত ধরিতে গেলে, করিয়া গিয়া যাইয়া (কৃত্বা গত্বা যাত্বা), করিয়াছে গিয়াছে যাইয়াছে (করি+আছে ইত্যাদি),—এগুলির করিআ করিআছে ইত্যাদি বাণান হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা লোকে মানিবে কি? কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, 'সাঅর' সন্ধি হইয়া 'সার' হইয়া পড়িবে, করিয়াছে কর্য্যাছে হইয়া পড়িবে, কিন্তু বাঙ্গালায় ওরূপ সন্ধি হয় না। তাহা হইলে যাইব যেব, খাইব খেব, সই সে, রাই রে, আই এ, হই হে, হইত হেত, আঁটাআঁটি আঁটাটি, হইয়া পড়িত? জমীদারী সেরেস্তার ও আদালতের কাগজ-পত্র এবং প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়ে য়া না হইয়া আ বাণানই আছে। বাউলের খুব কপালজোর যে সে বায়ুল হয় নাই; [বাউল ভগবানের জন্য ব্যাকুল, না বাতুল বা বায়ুগ্রস্ত (religio-maniac?] এইরূপ দেউল=দেবকুল, দেউড়ী=দেহলী, চাউল=তণ্ডুল, দেওর=দেবর; এগুলি যদি চলিয়াছে, তবে খএর, শিআল, গোআল প্রভৃতি চলে না কেন? বাজেয়াপ্ত, বদমায়েস, বেয়াকুব, বেয়াদব, প্রভৃতির 'য়'ও বিচার্য্য। এগুলি সংস্কৃত-মূলক নহে।

ঋ ও রি রী

ঋ ও রি রী সম্বন্ধেও আমরা উচ্চারণে কোন প্রভেদ করি না। তবে এজন্য বিশেষ কোন বাণানের ভুল লক্ষ্য করি নাই। কৃমি ক্রিমি দুইই হয়। পৈতৃক পৈত্রিক উভয়ই শুনিয়াছি ব্যাকরণসম্মত, তবে পৈতৃক শুনিয়াছি বেশী শুদ্ধ। মাতৃক, ভ্রাতৃক না লিখিয়া মাত্রিক, ভ্রাত্রিক

কাহাকেও লিখিতে দেখি নাই (মাত্রা হইতে মাত্রিকের কথা বলিতেছি না)। কেহ কেহ ঘৃত ম্রত উচ্চারণ করেন ও লেখেন! 'সংস্কৃত'র সংস্কৃ্ত উচ্চারণও যেন শুনিয়াছি! গা রী রী করে, স রী গ ম— এসকল স্থলে 'রী' না হইয়া ঋ (ঋষভ) হইবে না কি?

ব ব

বর্গ্য ব অন্তঃস্থ ব আমরা উচ্চারণে প্রভেদ করিতে জানি না (সেই জন্যই তাহাদের এইরূপ বিতং দিয়া নাম দিই)। ইহার ফলে, দুই বএ গোল করিয়া, বশম্বদ, স্বয়ম্বরা, সম্বাদ, এবম্বিধ, সম্বর্দ্ধনা, কিম্বা, অপরম্বা, সম্বরণ, বারম্বার, কিম্বদন্তী (বশংবদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে) লিখিয়া বসি। সম্বল সম্বাধ, সম্বোধন, সম্বন্ধ—ঠিক, কেননা এখানে বর্গ্য ব; অবশ্য সংবল, সংবাধ, সংবন্ধ, সংবোধনও বিকল্পে হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হরফ হইলে (যথা পেটকাটা ব বা নাগরী ব এবং সোজা ব) এ বিভ্রাট্ ঘটিতে পাইত না। আমি সে কথা মানিতে প্রস্তুত নহি। জ য, থ ক্ষ, র ড়, ণ ন, শ ষ স, অ য়, আ য়া, ই ঈ, উ ঊ, ঋ রি, এ সব স্থলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর এবং 'ত' 'ৎ' স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তি থাকাতেও ভুল বাণান আটকায় নাই। আসল গলদ উচ্চারণে। উচ্চারণ শোধরাইবার যখন উপায় নাই, তখন পদে পদে ব্যুৎপত্তিজ্ঞান না থাকিলেই বিভ্রাট্ ঘটিবে।

দ্বয়, দ্বারা, দ্বীপ, দ্বেষ, দ্ব্যর্থ প্রভৃতির সহিত উচ্চারণের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য সুহৃদ্‌বর, কুমুদ্‌বতী, বুদ্‌বুদ, জগদ্‌বন্ধু, সদ্‌ব্যয়, সদ্‌বিবেচনা, তদ্‌বিষয়ে, তদ্‌ব্যতীত, তদ্‌বিধ, উদ্‌বেগ, উদ্‌বাহু, উদ্‌বোধন, উদ্‌বেল প্রভৃতি স্থলে 'ব'ফলা না দিয়া পূর্ব্ববাঞ্জন হসন্ত লিখিয়া স্বতন্ত্র 'ব' লিখিলেই ভাল হয়। সম্‌বন্ধ, সম্‌বোধন, অম্‌বিকা, সম্‌বল প্রভৃতি লেখার প্রয়োজন

নাই, কেননা 'স্ব'তে ব সর্ব্বত্রই উচ্চারিত, পার্থক্য বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। (তবে সম্বন্ধ 'সম্মন্ধ'উচ্চারিত হয়।) য ফলার বেলায়ও উদ্যান, উদ্যম, প্রভৃতির সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য উদ্‌যোগ উদ্‌যাপন লিখিলে ভাল হয়। তবে ইহাতেও সকল সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ-পার্থক্যের সমস্যা মেটে না। শ্মশান ও কাশ্মীরে শ্ম একরূপ উচ্চারিত নহে, স্মরণ ও ইংরেজী স্মলপাইকায় স্ম একরূপ উচ্চারিত নহে, উচ্চারণের এই প্রভেদ বুঝাইবার উপায় কি ?

জ য

জ য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে উচ্চারিত হইলেও সংস্কৃত-ভাষার শব্দের য অনেক সময় বাঙ্গালায় অপভ্রংশে জ হইয়াছে। 'কাজ' ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূষ পূঁজ হইয়াছে, কবিতায় ধৈর্য্য ধৈরজ হইয়াছে। (অদ্য সদ্য উদ্যোগ হইতে আজ সাঁজো উজ্যুগ এ নিয়মে হয় নাই, এখানে দ=জ হইয়াছে ; ঐরূপ ধ=ঝ হয়, যথা মধ্য=মাঝ, যুধ্‌=যুঝা, সন্ধ্যা=সাঁঝ, বন্ধ্যা=বাঁঝা)। অপভ্রংশের বেলায় ব্যুৎপত্তি স্মরণ করিয়া জ হইবে কি য হইবে স্থির করাই সঙ্গত নহে কি ? যেমন যাতৃ=যা, যক্ষ=যঁক, যন্ত্র=যাঁতা, যন্ত্রিকা=যাঁতি, যুগ=যোড়া ও যোঁয়াল, যুজ্‌=যোড়া (ক্রিয়া), শয্যা=শেয, যজ্ঞ=যগ্যি, যজ্ঞেশ্বর=যগু বা যগা, যশোদা=যশী, যজ্ঞোডুম্বর=যগ্যিডুমুর বা যগডুমুর। যোটা কি যোট ধাতু হইতে ? যবানী বা যমানী হইতে যোঁয়ান নহে কি ? (জোয়ান মর্দ্দ 'যাবনিক'।) পক্ষান্তরে, জলৌকা=জোঁক, ভ্রাতৃজায়া=ভাজ, জাত=জাদু (যাদব হইতে নহে), সজ্জা=সাজ, মজ্জা=মাজ, বজ্র=বাজ, জগৎ=জগু বা জগি।

অনেকে প্রাকৃতের নজীরে 'কাজ' লেখেন। কিন্তু তাহা হইলে ত

প্রাকৃতে যখন য নাই, তখন সে নজীরে জে, জাহা, জত, জথা, জেথা, জখন, জেমন, সমস্ত যদ্‌-শব্দ-নিষ্পন্ন পদ 'জ' দিয়া লিখিতে হয়। প্রাচীন পুথিতে 'জাহা' 'জদি' প্রভৃতি বাণানের অভাব নাই। কিন্তু সেই সব বাণানের জন্য কবিগণ স্বয়ং দায়ী, কি লিপিকরেরা অজ্ঞতাবশতঃ উদ্ভট বাণান চালাইয়াছে, ইহার বিচার না করিয়া পুথির বাণান ব্যাকরণ-সম্মত বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। লিপিকরেরা অনেক সময়ে জমীদারী সেরেস্তার বা আদালতের আমলাদের মত যথেচ্ছ বাণান চালাইয়াছে। সাহিত্যে যে সেই সব বাণান শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রাকৃতের দোহাই দিলে যে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে, ণত্বষত্ব-বিচারে তাহা আবার দেখাইব। অনেকে আপত্তি করেন—বাঙ্গালায় 'য' পদের অন্তে বসিলে 'য়' উচ্চারিত হয়, অতএব 'কায' 'পূঁয' 'শেয' কায়, পূঁয়, শেয়, হইয়া পড়িবে। এ আপত্তিটা বিচার্য্য বটে।

জ য রহস্য

কর্জ্জ (সং নহে)	কার্য্য	জাহ্নবী	যমুনা
জপ	যাগযজ্ঞ যম (নিয়ম)	জীব	যব
জমা (সং নহে)	যম	জীবন	যৌবন
জমি (সং নহে)	যোত (সং যোত্র)	জ্যৈষ্ঠ	যষ্টি
জল	যমানী (যোঁয়ান)	জ্যোতিঃ	যতি
জাত (জন্‌ধাতু)	যাত (যা ধাতু)	জ্বালা	যন্ত্রণা
জাতি, জাতী (পুষ্প)	যূথী	সজ্জা	শয্যা
জান (অম্লজান ইঃ)	যান (ব্যোম-যান ইঃ)		

জবন যবন, জবনিকা যবনিকা, জামাতা যামাতা, দুই রূপই সংস্কৃত-ভাষার অভিধানসম্মত। 'যমজ' আদিতে য, অন্তে জ।

র ড়

সংস্কৃত-ভাষায় যেমন য আছে য় নাই, তেমনি ড আছে ড় নাই। র ড় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে উচ্চারিত হইলেও সংস্কৃত-ভাষার শব্দের র অনেক সময়ে বাঙ্গালায় অপভ্রংশে ড় হইয়াছে। [প্রথমতঃ বলিয়া রাখি, সাধারণতঃ ট-বর্গের অক্ষরের অপভ্রংশে ড় হয়, যথা, বাটী = বাড়ী, কটাহ = কড়া, কর্পট = কাপড়, ঘোটক = ঘোড়া, স্ফোটক = ফোড়া ও স্ফোটন = ফোঁড়া, দংষ্ট্রা = দাড়া, পঠন = পড়া, কঠোর = কড়া, শৌণ্ডিক = শুঁড়ি, দণ্ডায় = দাঁড়ান, ওড্র = উড়িষ্যা, ওডী = উড়ী ধান, ভাণ্ড = ভাঁড়, খণ্ড = খাঁড়। ত বর্গের অক্ষরের অপভ্রংশেও কখন কখন ড় হয়, যথা, পতন = পড়া, মর্দ্দন = মাড়া, ভান = ভাঁড়ান, কপর্দ্দক = কড়ি। ঝঞ্ঝা (ঝটিকা নহে) = ঝড়, সংজ্ঞা = সাড়া, এখানে চ বর্গের অপভ্রংশ। লএর অপভ্রংশেও ড় হয় যথা, কলায় = কড়াই (কলিকাতায়), পল্লী = পাড়া। কিন্তু র কঠোর উচ্চারণে ড় হইয়া পড়ে, তাহাই এখানে আমার বক্তব্য।] যথা শ্বশ্রূ = শ্বাশুড়ী, (অথবা শ্বশুর শব্দের 'খাঁটি বাংলা' স্ত্রীলিঙ্গ), বর (শ্রেষ্ঠ) = বড়, ত্বরা = তাড়াতাড়ি (তাড়নার দেখাদেখি ?), ভ্রম্ ধাতু = বেড়ান, দ্রু ধাতু = দৌড়ান, বৃতি = বেড়া, প্রতিবেশী = পড়শী, অন্তরাল = আড়াল, আতুর (অন্ত্র ?) = আঁতুড়, আম্রাত = আমড়া। কখন কখন অর্থভেদে র ড় হয়। যথা মড়া (= মৃতদেহ), মরা ; পার পারাপার, পাড়ী দেওয়া বা পাড়ী জমান। (পুকুরের পাড় কি পাহাড় ?) সুড়ঙ্গ সংস্কৃত-ভাষায় সুরঙ্গ। মড়কও মরক নহে কি ? কেহ কেহ গরুড় লিখিতে গড়ুর লিখিয়া বসেন! র ড় উভয়ে মিলিয়া রগড়! রগড়ানতেও ঐরূপ।

আসার আষাঢ়, নীর নীড়, ক্রোর ক্রোড়, নারী নাড়ী, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ। সারা সাড়া, ঘোরা ঘোড়া, গোরা গোড়া, জোর যোড়, হার হাড়, শারী শাড়ী, কাছারী কাছাড়ী, মারা মাড়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ।

র ড় রহস্য

অসার	অসাড় (সংজ্ঞা হইতে সাড়)	ফুলঝুরি (বাং)	ঝুড়ী (বাং)
আরম্ভ	আড়ম্বর	ভূরিভূরি	ঝুড়িঝুড়ি (বাং)
ইশারা (বাং)	সাড়া (সংজ্ঞা)	শরাসন	ষড়ানন
ঝারী (বাং, গাড়ু)	ঝাড় (বাং)	হরিহর	হরিহোড় (বাং)
পূরণ	পীড়ন	হেরম্ব	হিড়িম্ব, হিড়িম্বা

ড় ব্যবহার সম্বন্ধেও পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বিষম প্রভেদ। ব্যুৎপত্তি ধরিয়া দক্ষিণবঙ্গের লোকে বর (বড়), আতুর ঘর, শ্বাশুরী, তারা-তারি, ইত্যাদি লিখিতে সম্মত হইবে কি? সুরঙ্গ ও মরক সংস্কৃত-ভাষার শব্দ, সে ক্ষেত্রেও শুদ্ধ বাণান চলিবে না কি? ময়মনসিংহের কবি ৺মনোমোহন সেন মহাশয় তাঁহার 'পেটকাটা ব এর উড়িষ্যাযাত্রা'-নামক উপাদেয় কবিতায় (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৫) আমাদের উপরে খুব এক চোট লইয়াছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে দক্ষিণবঙ্গের উচ্চারণই বোধ হয় বলবৎ থাকিবে, ব্যুৎপত্তির আপত্তি কেহ আমলে আনিবে না।

খ ক্ষ

সংস্কৃত ক্ষ অপভ্রংশে খ হইয়াছে। যথা ক্ষুদ্র = খুদ্ খুদে, চক্ষুঃ = চোখ, ইক্ষু = আখ, পক্ষ = পাখা, পক্ষী = পাখী, লক্ষ = লাখ, যক্ষ = যঁক, অক্ষি = আঁখি, কক্ষ = কাঁখ (কুক্ষি = কোঁক, বক্ষঃ = বুক, খ না হইয়া ক হইয়াছে), ভিক্ষা = ভিখ, পরীক্ষা = পরখ, ম্রক্ষণ = মাখা, রুক্ষ = রুখু, লক্ষ্মীন্দ্র = নখিন্দর, ক্ষুরপ্র = খুরপো, ক্ষেত্র = খেত, ক্ষিপ্ত = খেপা,

ক্ষণিক = খানিক, ক্ষুধা = খিদে, ক্ষতি = খেতি ; যখন তখন এখন কখন এসব স্থলে 'খন' 'ক্ষণ' শব্দের অপভ্রংশ।

অপভ্রংশে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সংস্কৃত-ভাষার শব্দ অবিকল গ্রহণ করিলে ক্ষ অবিকৃত রাখা উচিত। ক্ষীর, ক্ষণ, ক্ষার, ক্ষতি, ক্ষত, ক্ষোভ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতের মতই লেখা উচিত। ক্ষণা খনা হইয়া পড়ে নাই কি ? (বড় রায় সাহেবের 'প্রতিভা-সুন্দরী'তে ক্ষমা হইতে খনা !) অপভ্রংশে খোদাই চলিবে, কিন্তু ক্ষোদিত না লিখিয়া খোদিত লেখা কি সঙ্গত ? ক্ষুর খুর, দুইই সংস্কৃত-ভাষায় আছে। আকাঙ্ক্ষা হাল বাণানে আকাঙ্খা হইতেছে দেখিয়াছি, পক্ষান্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে (এটা কি সংস্কৃত শব্দ ?) পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে হইতেছে। ইহাই কি বাহাল থাকিবে ? কামাক্ষা ক্ষিন্ন ও ক্ষরস্রোত যেন ছাপায় দেখিয়াছি, মনে হয়।

খ ক্ষ রহস্য

খত (সং নহে), খাত	ক্ষত	খিন্ন	ক্ষুণ্ণ
খর	অক্ষর, ক্ষার, ক্ষরণ	খ্যাতি	ক্ষতি
খাম (সং নহে)	ক্ষাম (ক্ষুৎক্ষাম), ক্ষম	পরিখা	পরীক্ষা
খামখা (সং নহে)	ক্ষমতা	সুখ্যাতি	সাক্ষাৎ

সংযুক্ত-বর্ণ

আমরা য-ফলা ব-ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুগ্ম ত ও তএ ব-ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুগ্ম ক ও কএ ব-ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুগ্ম ন ও নএ ব-ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুগ্ম ন ও নএ ব-ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, ম-ফলার স্পষ্ট অনুনাসিক উচ্চারণ করি না, ইত্যাদি কারণে অনেক স্থলে ভুল বাণান আসিয়া পড়ে। ক্বচিৎ ক্বচিৎ হইয়া

পড়ে, পক্ক পক্ক * হইয়া পড়ে, উচ্ছ্বাস উচ্ছাস হইয়া পড়ে, অর্দ্ধ অৰ্দ্ধ হইয়া পড়ে। এখানেও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সতর্কতা না থাকিলে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা। উদাহরণ দিতেছি--

অট্ট (অট্টহাস)	নাট্য	উদ্দীপ্ত	উদ্যত
অনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ (প্রায়ই ‘ঘনিষ্ট’ ছাপা হয়!)	উদ্দেশ	দ্বেষ
		উন্মুখ	সম্মুখ §
অন্তর্ধান	ধ্যান	কজ্জল	প্রজ্বলিত এক জ ⎫ উজ্জ্বল
অন্ন	অন্য		জাজ্বল্যমান জ ⎭ দুই জ
অন্বয়	অন্যায়	কর্জ্জ (সংস্কৃত নহে)	কার্য্য
অপত্য	আপত্তি	কৃত	ক্রীত
অযোধ্যা	যোদ্ধা	খট্বা	অট্টালিকা
অর্দ্ধ, মূর্দ্ধা †	ঊর্দ্ধ †	গৃহস্থ	গ্রস্ত (প্রায়ই ‘গ্রস্থ’ ছাপা হয়!)
আকৃষ্ট	হা কৃষ্ণ!		
আশ্চর্য্য	ঐশ্বর্য্য	চট্টোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
ইষ্ট	শ্রেষ্ঠ	জয়া	জ্বর
উচ্চ	বাচ্য	জাল	জ্বালা
উচ্ছেদ	উচ্ছ্বাস	তড়িৎ	ত্বরা, ত্বরিত
উৎকৃষ্ট	শ্রীকৃষ্ণ	তত্ত্ব	আয়ত্ত

---

* পক্ক, কচিৎ ক্বাথ, নিক্বণ এই চারিটি স্থলে ক্ব এবং চিক্কণ, প্রাক্কাল, ধিক্কার, কুক্কুট, কুক্কুর, লুক্কায়িত, হিক্কা, অক্কা ঢক্কা প্রভৃতি স্থলে ক্ক হইবে।

† উর্দ্ধও হয়, কাহারও কাহারও মতে মুর্দ্ধাও হয়। তবে অর্দ্ধ একরকমই হয়, অর্দ্ধ হয় না।

§ অনেকে সম্মুখ, সম্মান, সম্মত এই তিনটির সন্মুখ, সন্মান, সন্মত উচ্চারণ করেন, সুতরাং বাণান ভুল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

তদীয় (তাহার)	ত্বদীয় (তোমার)	বংশ	ধ্বংস
তুষ্ট	তূষ্ণীম্ভাব	বঙ্গ	ব্যঙ্গ
দার (পত্নী)	দ্বার	বশ্য	বিশ্ব
দারা (৯পৃঃ দ্রষ্টব্য)	দ্বারা	বসন	ব্যসন
দীপ	দ্বীপ (দ্বিপ	বাগ্মী	বিজ্ঞ
	হইলে হস্তী)	বিদ্যা	বিদ্বান্
দুষ্যন্ত	দুষ্মন্ত দুইই হয়।	বিশ্ব	ভীষ্ম
দূত	দ্যূত (পাশা)	বৃষ্টি	বৃষ্ণিবংশ
দেশ	দ্বেষ	বোপদেব	ব্যোমকেশ
ধনী	ধ্বনি	শত	স্বতঃ
ধন্বন্তরি	ধন্য	শম্ভু	স্বয়ম্ভূ
পণ্য	উৎপন্ন	শর (ও দুগ্ধের সর)	স্বর
পথ্য	পৃথ্বী	শরণ	স্মরণ
পদ্য	পদ্ম	শান্ত	সান্ত্বনা
পল্বল	পল্লব	শ্বশ্রূ	শ্মশ্রু
মহত্ত্ব	মাহাত্ম্য	ষষ্টি (৬০)	ষষ্ঠী (৬)
যতি	জ্যোতিঃ	সত্য সত্ত্ব সত্তা	স্বত্ব
যষ্টি	জ্যৈষ্ঠ	সদ্যঃ	সদ্ম
যোগ্য	যজ্ঞ, যুগ্ম	সরস্বতী (স্বরস্বতীনহে)	স্বর
রক্ষা	যক্ষ্মা	সর্গ (কাব্যের)	স্বর্গ
রহস্য	হ্রস্ব	সহায়	স্বাহা
রুক্ষ, রূক্ষ	সূক্ষ্ম	সাক্ষ্য, সাক্ষী	স্বাক্ষর
লক্ষ, লক্ষ্য	লক্ষ্মী	সায়ং	স্বয়ং
লক্ষণ	লক্ষ্মণ	সৌহার্দ্দ	সৌহৃদ্য

ণ ন

কতকগুলি শব্দের 'ণ' স্বাভাবিক। যথা, কণ কণা কাণ কোণ গুণ গণ পণ বীণা বেণু বাণ বেণী মণি স্থাণু পুণ্য শোণ পাণি লবণ কল্যাণ ইত্যাদি। অবশিষ্ট সর্ব্বত্রই 'ন' ধরিতে হইবে। তবে ণত্ব-বিধানের নিয়মে পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ফাল্গুন, গগন, ফেন সম্বন্ধে একটু গোল আছে। কোন কোন মতে ফাল্গুণ, ফেণ। কেহ কেহ কণক লেখেন, তাহা ভুল। অনেকে চিহ্ন বহ্নি জহ্নু জাহ্নবী লেখেন, তাহাও ভুল। চিহ্ন বহ্নি জহ্নু জাহ্নবী হইবে। অপরাহ্নের দেখাদেখি সায়াহ্ন ও আহ্নিক ছাপা দেখিয়াছি! অনেকে হ্ন হ্ন এই দুইটা বাণানের কি প্রভেদ তাহাই জানেন না। দৃশ্য-কাব্য বুঝাইতে ভাণ, ছল অর্থাৎ ভাঁড়ান (feigning) বুঝাইতে ভান। অনেকে দ্বিতীয় অর্থে ভাণ লেখেন। তাহা কি ঠিক? দ্বিতীয়টি 'ভণ্' ধাতু হইতে না ভা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি ন স্থলবিশেষে ণ হয়, তদ্‌বিষয়ে অর্থাৎ ণত্ববিধানের জটিল সূত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণে বরাত চালাইব। কেবল দুই একটি গোলমেলে উদাহরণ দেখাইব। শূর্পণখায় বিকল্পে ন হয় না। দুর্নাম, হরিনাম, হরের্নাম, দুর্নীতি, দুর্নিবার, নির্নিমেষ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, এগুলি ণত্ববিধানের স্থল নহে, কিন্তু ছাপায় প্রায়ই ণ দেখি! পক্ষান্তরে নির্ণয়, ষাণ্মাসিক, প্রাঙ্গণ, সর্ব্বাঙ্গীণ ণত্ববিধানের স্থল। সংজ্ঞা বুঝায় বলিয়া হরিমোহন, রামমোহন ও তত্তৎশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ণত্ব হওয়া উচিত নহে কি? প্রণাশ কিন্তু প্রনষ্ট; হিরণ্ময় কিন্তু মৃন্ময় ও হরিন্মণি। অনেকে মৃন্ময়ে ণত্ব করেন, এবং ঠিক লিখিয়াছেন বলিয়া তর্ক করিতে ছাড়েন না। চিন্ময়েও কেহ কেহ ণত্ব করেন! রুগ্‌ণ লইয়াও ঘোর তর্ক; অনেক ব্যাকরণজ্ঞ বলেন, এখানে ণত্ব হইবে, ছাপাখানার টাইপের

দোষে রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ ণত্ব হইবে না জোর করিয়া বলেন। শব্দটা 'মূর্দ্ধন্য' কিন্তু 'ন' টা দন্ত্য ! পাণিনি নিজ নামে অপক্ষপাতে দুইএরই মান রাখিয়াছেন এবং পৌর্ব্বাপর্য্যও রক্ষা করিয়াছেন। এমন নিরপেক্ষ না হইলে কি অত বড় বৈয়াকরণ হইতে পারিতেন ! 'বর্ণনা' 'গণনা' ও 'অবগুণ্ঠনে'ও এই পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত, কিন্তু 'নির্ণয়ে' বিপরীত ব্যাপার।

ণ ন রহস্য

অগ্রহায়ণ	আশ্বিন	গণ্য, বরেণ্য	ধন্য, মান্য
অণু	অনু (উপসর্গ), কৃশানু	গুণ	ধনুঃ
		ধারণা	ধ্যান
প্রাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ	মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, আহ্নিক	নগণ্য	জঘন্য
		পণ্য	উৎপন্ন
আপণ (দোকান)	আপন (বাং, আত্মন্ হইতে)	পরিণাম	হরিনাম
		পাণি (হস্ত)	পানি (বাং,'পানীয়ে'র অপভ্রংশ ?)
করুণ	করুন (বাং ক্রিয়াপদ)	পুণ্য, পূর্ণ	শূন্য
কল্যাণীয়	পূজনীয়	পূরণ	পীড়ন
কাণা (সং কাণ)	কনে (সং কন্যা)	প্রণাম	নমস্কার
কোণ	কোন (বাং সর্ব্বনাম)	প্রবীণ	নবীন
		মণ (বাং,ওজন)	মন (মনঃ)
ক্ষুণ্ণ	খিন্ন	মণি, মনীন্দ্র	মুনি, মুণীন্দ্র
গণ	ঘন	যন্ত্রণা	যাতনা
গণ	গান	রণ	বন

রামায়ণ	রসায়ন	ব্রাহ্মণ	বামন (খর্ব্বাকৃতি)
রোপণ	বপন	শণ	সন (বাং)
বাণ	বান (বাং, বন্যা)	শাণ	শান দুইই হয়।
বীণা	বিনা	শ্রাবণ	ফাল্গুন

ষ ণ	শ ন	স ন
ঘর্ষণ	স্পর্শন	—
দক্ষিণ	ঈশান	—
পরিবেষণ	পরিবেশন	—
পাষাণী	ঈশানী	—
ভূষণ	—	বসন
বিষণ্ণ	—	প্রসন্ন
বিষাণ	ঈশান	প্রসূন
শোষণ	—	শাসন

এক্ষণে অপভ্রংশের কথা তুলিব। কর্ণ = কাণ, পর্ণ = পাণ, চূর্ণ = চুণ, স্বর্ণ = সোণা, বর্ণন = বাণান, এ সব স্থলে অপভ্রংশেও ণ লেখা ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের সহায়। কেহ কেহ তর্ক তুলেন, রেফ যখন অপভ্রংশে নাই, তখন ণ হইবে কেন? কিন্তু কর্ণ পর্ণ চূর্ণ এ তিনটি স্থলে ণ যে ণত্ববিধানের নিয়মে হইয়াছে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ জীর্ণ, শীর্ণ, বা বরণ করণ প্রভৃতিতে যেমন দেখিতে পাই যে প্রত্যয়ের 'ন' ণত্ববিধানের নিয়মে 'ণ' হইয়াছে এখানে ত তাহা দেখি না। ধাতুর ভিতরেই 'ণ' রহিয়াছে, অতএব রেফের পর রহিয়াছে বলিয়া ণত্ববিধানের নিয়মে হইয়াছে কি গণ, গুণ প্রভৃতি শব্দের 'ণ' এর

৩১ পৃঃ ২১শ পংক্তিতে

মণি, মণীন্দ্র   মুনি, মুনীন্দ্র   হইবে

মত ইহা নিত্য, তাহা স্থির করা কঠিন। সুতরাং মূল শব্দ তিনটির ণ স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমান করি। এইরূপ কঙ্কণ=কাঁকণ বা কাঁকৃণি, বণিক্=বেণে, কাণ=কাণা, লবণ=নুণ, দ্বিগুণ=দুণা, (পক্ষান্তরে পাদোন=পৌনে)। গ্রহণ=গেরোণ (eclipse), সন্তরণ =সাঁতরাণ, এ সব স্থলে রকার বজায় আছে, অতএব ণত্ব খুবই হওয়া উচিত। কিন্তু কেহ লিখিবে কি? পূর্ব্বোক্ত স্থলগুলিতে প্রাকৃতের নজীর আনিলে আমার জিত, কেননা প্রাকৃতে 'ণ'এর ছড়াছড়ি। যাঁহারা প্রাকৃতের নজীরে 'জ' আমদানী করেন, 'ণ' সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মত? কিন্নর হইতে যদি কান (মধু কান) হইয়া থাকে, তবে মধু কাণ ছাপা দেখি কেন? স্থাণ্বীশ্বরের অপভ্রংশ যদি থানেশ্বর হয়, তবে ত থাণেশ্বর লেখা উচিত। বনচারী কোন্ বেণের হাতে পড়িয়া বেণোয়ারী হয়? আগুন কি গুণে আগুণ হয়? বেগুনের কোন গুণ নাই (চুনী বাবুর 'খাদ্য' দেখুন) বলিয়া কি বে-গুণ হইয়াছে?

কেহ কেহ তর্ক করেন, যখন অনট্, ইনী (ইন্+ঈ) প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত পদের স্বাভাবিক ন ণত্ববিধানের সূত্রানুসারে ণ হইয়াছে, তখন অপভ্রংশে ঋ র ষ বর্ণের অভাব ঘটিলে, অথবা ঐ বর্ণগুলি থাকিলেও কবর্গ পবর্গ প্রভৃতির ব্যবধানের ওলট-পালট হইলে, ণত্ব হইবারও অবসর ঘটিবে না। যথা, শ্রবণ=শোনা, প্রেষণ=পাঠান, কার্ষাপণ=কাহন, ব্রাহ্মণ=বামুন, ব্রাহ্মণী=বাম্‌নী, গৃহিণী=গিন্নী, বারাণসী হইতে বেনারসী, ঘৃণা=ঘেন্না, নিমন্ত্রণ=নেমন্তন্ন, কৃপণ= কেপ্পন। "নিমিত্তস্যাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়ো ভবতি।" কিন্তু আমার মনে হয়, ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের সুবিধার জন্য এসব স্থলেও ণত্ব বজায় রাখাই উচিত। একথা কেহ মানিবে কি?

পক্ষান্তরে, 'খাঁটি বাংলা' পদে ণত্ববিধানের সূত্র খাটাইবার প্রয়োজন দেখি না। অর্থাৎ 'খাঁটি বাংলা' ক্রিয়া করুন, করিবেন প্রভৃতিতে ণত্ববিধানের জের টানিবার দরকার নাই। অনেকে এগুলি হসন্ত 'ন' বলিয়া সারিয়া লয়েন, অর্থাৎ তাহা হইলে আর ণত্ববিধানের স্থল নহে। 'রাজ্ঞী'র বেলায় ন, অথচ 'রাণী' মূর্দ্ধন্য ণ হয় কোন্ হিসাবে? 'রাণা'র স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া কি? 'রাণা'র ণ কি প্রাকৃতের জের? (রাণীতে ণত্ব, রান্নায় বাকী থাকে কেন?) আবার ঠাকুরাণী, ভিখারিণী, চাকরাণী, মেথরাণীও দেখি! এ সব 'খাঁটি বাংলা' শব্দের উপরও ণত্ববিধানের উৎপীড়ন কেন? ঠাণদিদি পর্য্যন্ত এই 'ণ'এর সঙ্গীনের জ্বালায় অস্থির। কেহ কেহ পুরাণের দেখাদেখি কোরাণ চালাইতেছেন। 'পুরাতন' 'পুরাণ' সংস্কৃত-ভাষায় দুইই আছে, সুতরাং অপভ্রংশ 'পুরোন' 'পুরান' শব্দ দুইটিতে বিকল্পে ণত্ব চলে।

আরবী, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ সম্বন্ধে, ষত্ববিধানের আলোচনা-কালে, ণত্ববিধানেরও আলোচনা করিব।

শ ষ স

ণ ন লইয়া যে হাঙ্গামা, এখানে আবার তাহার উপর এক কাঠী, কেননা এ ক্ষেত্রে দু'টা নহে, তিনটা। এখানেও উচ্চারণে প্রভেদ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, কাযেই ব্যুৎপত্তিজ্ঞান ভিন্ন উপায় নাই।

স কোথায় ষ হয়, সে কথার জন্য সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণে (ষত্ববিধানে) বরাত চালাইব। ষত্ববিধানের বিকল্পের স্থান ও নিষেধের স্থানগুলি সমস্ত নির্দ্দেশ করিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়। তবে কতকগুলি স্থলে প্রায়ই ভুল ছাপা হয়। সেগুলির শুদ্ধরূপ দিতেছি। আনুষঙ্গিক, নিষ্পন্ন, নিষ্পত্তি, নিষ্প্রভ, নিঃস্পৃহ; প্রাসঙ্গিক, বিস্ফোটক, পরিস্ফুট,

নিস্পন্দ, নিস্পৃহ। কতকগুলি স্থলে দুই রকম বাণান সংস্কৃত-ভাষায় আছে। যথা, শ ষ, কশা কষা, কোশ কোষ, বেশ বেষ। শ স, কলশ কলস, কেশর কেসর, বিকাশ বিকাস, কিশলয় কিসলয়, শূর্প সূর্প, শূকর সূকর, বশিষ্ঠ বসিষ্ঠ, কৌশল্যা কৌসল্যা, কংশ কংস, শ্রোতঃ স্রোতঃ, শর্ব্বরী সর্ব্বরী, রশনা রসনা। তবে জিহ্বা অর্থে রসনা ও কাঞ্চী অর্থে রশনাই প্রচলিত। শর সর, শম সম, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ।

ভস্ম (ভষ্ম নহে) স, পুষ্প ষ, কিন্তু বাষ্প বাস্প দুইই হয়। ভ্রংশ ঠিক, ভ্রংস ভুল; পক্ষান্তরে ধ্বংস ঠিক, ধ্বংশ ভুল। অনেকে ভ্রংশের দেখাদেখি ধ্বংশ লেখেন দেখি! এইরূপ সঙ্কট শকটের দেখাদেখি শঙ্কট হইয়াছে! শীকার যদি সংস্কৃতমূলক হয়, তবে 'স্বীকার' করিতে হইবে। শঙ্কর শিব অর্থে, সঙ্কর স্বতন্ত্র বস্তু। বিশ, বিষ, বিস, সংস্কৃত-ভাষায় তিনই আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থে। তবে মৃণাল অর্থে বিস বিষ দুইই হয়। কলাই বুঝাইতে মাষ মাস দুইই হয়; কালবাচক মাস অবশ্য স্বতন্ত্র শব্দ। মুশল মুষল মুসল তিনই হয়। অংশ অংস দুই অর্থে দুই বাণানই হয়, তবে সাধারণতঃ ভাগ অর্থে অংশ, স্কন্ধ অর্থে অংস চলিত। অশ্রু অস্রু, অশ্র অস্র, দুইরূপই হয়, তবে অশ্রু ও অস্রই চলিত। সংশ্রব সংস্রব দুইরূপই হয়, কিন্তু অর্থভেদে; সম্পর্ক অর্থে সংশ্রব নহে, সংস্রব।

শ ষ স রহস্য

শ	ষ	ঈশানী	পাষাণী
অবশ্য	হবিষ্য	কুলিশ	কলুষ
অবিনাশ	অভিলাষ	কৃশ	কৃষক
আশ্বিন	আষাঢ়	দেশ	দ্বেষ
ঈশান	দক্ষিণ	দেশজ	ভেষজ

পেশল	পেষণ	তৃষা	পিপাসা
প্রতিশোধ	প্রতিষেধ	নিঃস্পন্দ নিষ্পন্ন	নিস্পন্দ নিস্পৃহ
মশক	মাষ (কলাই) *	পিতৃষ্বসা,মাতৃষ্বসা	স্বসা (স্বস্থ)
বিশদ	বিষম	পুষ্কর	ভাস্কর
বিশ্ব	ভীষ্ম	ভাষা	ভাসা(বাং,ভাস্ধাতু)
বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	ভীষ্ম	ভস্ম
শঠ	ষট্	মনীষা	মনসা (দেবী)
শর	ষড়্	মনীষী	মনস্বী
শিব	বিষ্ণু	মানুষ	মানস
শীত, শরৎ	বর্ষা, গ্রীষ্ম	* মাষ (কলাই)	মাস (কলাই ও হয়, কালবাচক)
শোধ	নিষেধ		
শ্রাবণ	পৌষ	বর্ষ	বৎসর
স্পর্শ	হর্ষ	বিষম	সম, বিসদৃশ
ষ	স	বিষাণ	প্রসূন
আনুষঙ্গিক	প্রাসঙ্গিক	বৃষ	বৎস
আভাষ	আভাস, (ব্যুৎপত্তিভেদে)	শিষ্য	শস্য
		সুষমা	সমা
আবিষ্কার	পুরস্কার	সুষুপ্তি	সুপ্তি
পরিষ্কার	তিরস্কার	স্নুষা	স্বসা (স্বস্থ)
বহিষ্কার	নমস্কার	হ্রেষা	হ্রস্ব
আষাঢ়	আসার	শ	স
ঈর্ষ্যা	হিংসা	অংশ	অংস, (ব্যুৎপত্তি-ভেদে)
কল্যাণীয়েষু	কল্যাণীয়াসু		
গোষ্পদ	আস্পদ	অভিশাপ	অভিসম্পাত

অবশ্য	রহস্য	শর	স্বর, স্মর, সরঃ
অশক্ত	আসক্ত	শরণ	স্মরণ, সরণ (অনু-সরণ)
অশ্ব	হ্রস্ব		
আশা	আসা(বাং,আগমন)	শব	সব (বাং, সর্ব্ব)
নিরাশ	নিরাস (নিরসন)	শশী	মসী
নিশ্বাস	নাসা	শাখা	সখা (সখি)
পরশ্ব (পরশ্বঃ)	পরস্ব (পরের দ্রব্য)	শান্ত	সান্ত্বনা
প্রশ্ন	জিজ্ঞাসা	শারদা (দুর্গা)	সারদা
ভ্রংশ	ধ্বংস	শারদীয়া	(সরস্বতী)
বংশ	ধ্বংস	শিরঃ, শিরা	সার
বাঁশী (বংশী)	অসি	শীত, শ্বেত	সিত
বিনাশ	বিলাস	শুক	সুখ
বিশ্ব	হ্রস্ব	শুচি	সূচি
শঙ্কর	সঙ্কর (বর্ণসঙ্কর)	শূর	সুর (দেব),
শঙ্কা	সঙ্কেত		সূর (সূর্য্য), সূরি
শঙ্খ	সংখ্যা	শোভা	সভা
শণ	সন (বাং, অব্দ)	শোষ	শ্বাস
শত	স্বতঃ, সহস্র	শ্রবণ	প্রস্রবণ
শপ্ত	সপ্ত (সংখ্যা)	শ্রাবণ	
শম (গুণ)	সম (সমান)	শ্রী	স্ত্রী
শম্ভু	স্বয়ম্ভূ	শ্রুতি	স্মৃতি
শম্বর	সম্বরণ (সংবরণ, ২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)	শ্রেষ্ঠ	সৃষ্টি
		শ্বশ্রূ	স্বস্থ
শয্যা	সজ্জা	শ্বেত	স্বেদ

শ	ষ	স
বিশদ	বিষাদ	অবসাদ
ঈশ	ঈষৎ	সৎ

একত্র একাধিক।

শ শ—শশক, শশী, শিশু, শিশির, শাশ্বত, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, শ্মশ্রু, শ্মশান, শচীশ, শ্রীশ, শীতাংশু

ষ ষ—ষষ্টি, ষষ্ঠ, ষষ্ঠী

স স—স্বস্থ, সংসার, সহস্র, স্রংস

শ ষ—শেষ, শোষ, শিরীষ, শীর্ষ, শিষ্য, শিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, শ্লেষ, শ্লেষ্মা, আশীবিষ, আশুতোষ

শ স—শাসন, শাস্ত্র, শাস্তি, শ্বাস, শস্য, যশস্বী, প্রশংসা

স ষ—সুষ্ঠু, সৃষ্টি, সর্ষপ

স শ—সিতাংশু, সুধাংশু, সংশয়, সতীশ, সকাশ

ষ শ—ক্ষিতীশ, ক্ষৌণীশ

শ শ ষ—শুশ্রূষা

স শ ষ—সবিশেষ

এবার অপভ্রংশের কথা তুলিব। এখানেও ব্যুৎপত্তি-অনুযায়ী বাণান করাই সঙ্গত। যথা, আশু = আউশ, শরাব = শরা, শ্বেত = শাদা, শ্রেণী = শিঁড়ী ও শারী, শৃঙ্গ = শিঙ্গা শিঙ্গারা শিঙ্গুর, শাল্মলী = শিমুল, সর্ষপ = সর্ষে, শূক = শূঁয়া, শীর্ষ = শীষ, প্রতিবেশী = পড়্শী, লেখা উচিত। অংশু হইতে আঁশ, আমিষ হইতে আঁষ, শস্য হইতে শাঁস। মহিষ হইতে ভয়সা না হইয়া ভয়ষা হইবে না কি? হা হুতাশ বোধ হয় হাহতোঽস্মির অপভ্রংশ, (হুতাশনের সহিত সম্পর্ক নাই), অতএব হা হুতাস হইবে না কি? ভাসুর বোধ হয় ভ্রাতৃশ্বশুরের অপভ্রংশ (স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্বশুরের ন্যায় পূজ্য), অতএব ভাশুর লেখা উচিত নহে কি? (সংস্কৃত-ভাষায় ভাস্বর = দীপ্তিমান্, স্বতন্ত্র শব্দ)। ভূরিশ্রেষ্ঠ যদি ভুরসুটে অপভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে ত ভুরশুট লেখা উচিত। দাশুরায় যখন দাশরথি রায়ের সংক্ষিপ্ত নাম, তখন কেহ কেহ দাসু বাণান করেন কেন? ভারতচন্দ্রের দাসুবাসুর জের না কি? উদ্দেশ হইতে যদি হদিশ হইয়া থাকে, তবে শ লিখিতে হইবে। তবে সম্ভবতঃ এটি

'যাবনিক' শব্দ। স্পর্শ=পরশ, শ লিখিব কিন্তু প্রসব=পর্স কলিকাতায় অপভ্রংশ, এখানে কি পর্ষ লিখিতে হইবে? 'আমিই শুধু রইনু বাকী' এখানে 'শুধু' 'শুদ্ধ'র অপভ্রংশ নহে কি? পক্ষান্তরে তিনি 'সুদ্ধ' গেলেন, বামাল 'সুদ্ধ' গেরেফ্‌তার—এসব স্থলে 'সুদ্ধ' সার্দ্ধংএর অপভ্রংশ নহে কি? ঔষধের অপভ্রংশ ওষুধ এবং অশুচি বা অশুদ্ধর অপভ্রংশ অশুধ একরূপ লেখা উচিত নহে। বিস্ফোটক হইতে বিস্‌ফোড়া হইবার কথা, বিষফোড়া নহে। (ইহাতে বিষ আছে কি না, অর্থাৎ Septic কি না ডাক্তারেরা বলিতে পারেন!)

ণত্ববিধানের বেলায় যেমন বলিয়াছি, ষত্ববিধানের বেলায়ও সেইরূপ বলিব, যখন অপভ্রংশে ষত্ববিধানের সূত্রের প্রয়োগের আর অবসর নাই, তখন ষ লিখিব না 'স' লিখিব? পিষি মাষি, না পিসি মাসি (পিতৃষস্থ মাতৃষস্থ)? পিতৃষস্থ মাতৃষস্থতে ষ স দুইই আছে, সুতরাং অপভ্রংশে যেটা খুসি রাখা যায়। কিন্তু কোন কোন লেখকের আবার তৃতীয়ঃ পন্থাঃ—পিশি মাশি! মৌলিক বটে! তবে ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্যেও এটা ঘটিতে পারে।

অপভ্রংশ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিবার আছে। শব্দটার অপভ্রংশ হওয়ার পরে তাহার উপর আর নূতন করিয়া ণত্ববিধান ষত্ববিধানের চাপ দেওয়ার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ পিসি মাসির বেলায় —অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর স আছে, অতএব ষ হইবে, এই কঠোর ব্যবস্থা করিয়া লেখকগণকে বিব্রত করার প্রয়োজন কি? 'শিশি'র বেলায় শ, সাসী বা সার্সী, সুর্সোর বেলায় স, ইহার হেতু কি? এগুলি অবশ্য সংস্কৃত-ভাষা হইতে গৃহীত বা অপভ্রষ্ট নহে। কিন্তু যে ভাষা হইতে গৃহীত সে ভাষার নিয়মে কি এই শ স ভেদ হইয়াছে?

আরবী পারসী শব্দের বেলায় কি করা উচিত (যথা, ফরাস জিনিস

সাহেব খুসী কর্শা) বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন। পরিষদ্ আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। ময়মনসিংহের সাহিত্যসম্মিলনে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও পঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণের বড়ই কঠোর শাসন; কিন্তু, তাহার এলাকার বাহিরে, দেশজ শব্দ ও ইংরেজী শব্দের বাণানে, লেখকদিগের স্বাধীনতা থাকাই ভাল নহে কি? অনেককে প্রাণান্ত করিয়া ট্রেণ, ড্রেণ, মার্কিণ, গ্রোণাউন, ডারুইণ, রীপণ, প্যাটার্ণ, হারমোণিয়ম, কার্ণিষ, বার্ণিষ, জার্ম্মাণ, (hurricane) হার্কিণ, কর্পোরেষণ, ষ্টেষণ লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এ সব স্থলে ণত্বষত্বের জন্য পীড়াপীড়ি করা নিতান্তই জুলুম। তবে কেহ কেহ বলেন, ভাষায় বাণানের একটা সাধারণ নিয়ম ও সুসঙ্গত শৃঙ্খলা (Uniformity) থাকা উচিত।

কতকগুলি স্থলে বাধ্য হইয়া ইংরেজী শব্দ সংস্কৃতভাষার নিয়মে বাণান করিতে হয়, যথা—এজেণ্ট, পেটেণ্ট, প্যাণ্ট, লণ্ঠন, এণ্ড (and), গ্র্যাণ্ড, ষ্টেশন, ষ্টীমার, ষ্টীল, ষ্টকিং; কেননা সংস্কৃতভাষায় ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ষ্ট এ সব স্থলে ষত্ব ণত্ব হয় বলিয়া ছাপাখানায় টাইপও সেইরূপ আছে, ট এর সঙ্গে স্, ও ট বা ঠ বা ড এর সঙ্গে ন্ যুক্ত থাকে না। (উভয়পক্ষেই মূর্দ্ধন্য বর্ণ বলিয়া সংস্কৃতে ট এর সঙ্গে ষ্, ট বা ঠ বা ড এর সঙ্গে ণ্ যুক্ত হয়।)

বিকৃত উচ্চারণে বর্ণ-বিপর্য্যয়

উচ্চারণদোষে (অথবা সহজ উচ্চারণের চেষ্টায়) এক বর্ণ আর এক বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। অতি বড় বিদ্বান্‌কেও গর্দ্দভ না বলিয়া গর্দ্ধব বলিতে শুনিয়াছি। বিদ্বান্ উচ্চারণে বিদ্ধান্! ('বিদ্ধা'র জের নাকি?) এক ব্যঞ্জনের বদলে আর এক ব্যঞ্জন আসিয়া পড়ে, ইহার উদাহরণ নিতান্ত অল্প নহে। ভগবান ভগমান্ হইয়াছেন, ভ্রাতৃবধূ

ভাদ্রবধূ হইয়াছেন, ছাদ ছাত হইয়াছে, প্রদীপ পিদিম বা পিদ্দিম হইয়াছে, কচ্ছপ কাছিম হইয়াছে, দাড়িম (দাড়িম্ব) ডালিম হইয়াছে; কৃতার্থ কেদাত্ত হইয়াছে, শ্রোত্রিয় ছুরিত্তির বা ছিরিত্তির হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠ জষ্টি হইয়াছে (যষ্টি নহে), উৎসন্ন উচ্ছন্ন (উচ্ছিন্নর দেখাদেখি) হইয়াছে; কলিকাতা অঞ্চলে দুপুর দুক্কুর হয়, দূর ধুর হয়, আম আঁব হয়, ছোট দা সন্ধি হইয়া ছোড় দা, প্রাচীর পাঁচীল হয় (রলয়োরৈক্যম্); স্ত্রীলোকের মুখে তৃবিত্তি (তৃপ্তি—প্রবৃত্তির অপভ্রংশ পিবিত্তির দেখাদেখি), চীচ্কার (চীৎকার), আম্রবতী (অম্বুবাচী), রুদ্দরক্ষী (রুদ্রাক্ষ), আপ্তবন্ধু (আত্মীয়বন্ধু), আপ্তঘাতী (আত্মঘাতী), আপ্তসারা (আত্মসার), কুশুমডিঙ্গা (কুশণ্ডিকা), প্রাচিত্তি (প্রায়শ্চিত্ত), চিত্তির (চিত্র, চিত্ত), বত্ত (ব্রত), প্রমাই (পরমায়ুঃ), জ্ঞানপাপী (জ্ঞানবাপী), মনী ধরা (মৌনী), তিপুর্ণী বা ত্রিপূণী (ত্রিবেণী), উত্তরান্তি (উত্তরায়ণ সংক্রান্তি), প্রিয়জন (প্রয়োজন), আতঙ্গ (আতঙ্ক, পতঙ্গর দেখাদেখি?) অতিত (অতিথি) শুনিয়াছি। (ইহার কতকগুলিতে স্বরবর্ণের বদল হইয়াছে, ব্যঞ্জনের নহে।) অন্যে পরে কা কথা, পার্শ্বনাথ পরেশনাথ হইয়াছেন ও বিন্দুমাধব বেণীমাধব হইয়াছেন। উপকথার রূপকথা-রূপে কেহই বিরূপ নহেন। (কেহ কেহ বলেন রূপক-কথার অপভ্রংশ।) কাষ্ঠহাসি কি কষ্টহাসি? প্রাদেশিক উচ্চারণে ছেকল বা ছিকলি (শৃঙ্খল), ছরাদ বা ছ্যাদ্দ (শ্রাদ্ধ), ছ্যাদলা (শাদ্বল), ডণ্ড, ডাঁড়াও, ডাঁড়কাক, চাড্ডে (চারিটা) শুনিয়াছি। বিকার বিগারে বিগড়াইয়াছে। কাক, শাক, বক, দিক্ প্রভৃতির কাগ, শাগ, বগ, দিগ্ উচ্চারণ খুব চলিত। দুই একখানি পুস্তকে দিগ্ বাণানও যেন দেখিয়াছি। তবে তাহা সংস্কৃত-ভাষায় ব্যাকরণসম্মত, কেননা দিশ্ শব্দের প্রথমার একবচনে দিক্ দিগ্ দুইই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া 'পূর্ব্বদিগের' (দিক্ অর্থে) লেখা চলিবে

কি ? উচ্চারণদোষে 'আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা' 'স্বখাদ সলিলে' মুদ্রিত হইতেছে। ঐশ্বর্য্য লিখিতে ঐশ্চর্য্য (আশ্চর্য্যের দেখাদেখি ?) উদ্বিগ্ন লিখিতে উদ্বিঘ্ন, ঘনিষ্ঠ লিখিতে ঘনিষ্ট (অনিষ্টের দেখাদেখি ?) লেখারও কারণ এই উচ্চারণদোষ নহে কি ?

প্রাদেশিক উচ্চারণে বর্গের চতুর্থ বর্ণ তৃতীয় বর্ণে, দ্বিতীয় বর্ণ প্রথম বর্ণে, তবর্গের বর্ণ টবর্গের বর্ণে, অকারাদি শব্দ রকারাদি শব্দে, রকারাদি শব্দ অকারাদি শব্দে, নকারাদি শব্দ লকারাদি শব্দে, লকারাদি শব্দ নকারাদি শব্দে, শকার ও সকার হকারে বা ছকারে পরিণত হয় এইরূপ দেখা যায়। বাণানেও ইহার জের আসে বলিয়া কথাটা তুলিলাম। প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুসারে উই রুই উরি, ওঝা রোঝা, কড়াই কলাই, প্রভৃতি বাণান করিতে দেখা যায়। নদীয়ার নোক, নাল (লাল ও লালা), নাড়ু, নাউ, নেবু, নেপ, নোঁয়া, নুচি, নিচু, নতি (পল্‌তা), নলিত, নক্ষ্মী, ন্যাখাপড়া ; বর্দ্ধমানের লৌকো, লদে (নদীয়া), লদী, লতুন, লিতাই, লারাণ, লবীন, ল দণ্ডের মধ্যে লবান্ন, লায়ে চ'ড়ে লবদ্বীপে লা গেলেই লয় !! ইহার কোন কোনটি কেতাবেও উঠিয়াছে। যথা, নদীয়ার নতি (পল্‌তা)। পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ্মীন্দ্র দক্ষিণবঙ্গের সর্ব্বত্র নখিন্দর নামক হিংস্রজীবে পরিণত ! লওয়া না নেওয়া (নী ধাতু হইতে), লেনাদেনা না নেনাদেনা, লাগায়েদ না নাগাইদ, লোকসান না নোকসান (না নোস্কান), লাচার না নাচার, ল্যাংরা না ন্যাংরা, লস্কর না নস্কর, ল্যাংটা না ন্যাংটা ? কোন্‌টা ঠিক ? লহর নর হইয়াছে (যথা সাতনর)। লোলক নোলক বা নলক হইয়াছে। পক্ষান্তরে নেটের মশারি লেটের মশারি হইয়াছে। 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক পুস্তিকায়ও এ কথা তুলিয়াছি।

প্রাদেশিক উচ্চারণে স্বরের পরিবর্ত্তনও হয়। যথা, কাৎলা কাতল,

কলাই কলুই, ইকুণ উকুণ, তেল তোল ত্যাল, তামাক তামুক, জিলিপি জেলাপি, যেই যাই (অব্যয়), (সুতার) খেই খাই, কাঁটাল ক্যাঁটাল, আম আঁব, পেয়ারা প্যায়রা, পানিফল পানফল, বেগুন বাগুন বাইগুন বায়গোন।

শুধু প্রাদেশিক উচ্চারণে কেন, সর্ব্বত্রই উচ্চারণে অন্ত্য আকার একার হয়। যথা—রক্ষে, ভিক্ষে, শিক্ষে, পরীক্ষে ইত্যাদি।

ভেকুট ভেটকি, পোঁটলা টোপলা, কাবারী ব্যাঁকারী, বাতাসা বাসাতা, বাতাস বাসাত, বাকস ফুল বাসক ফুল (বাসক সংস্কৃত-ভাষার শব্দ) বাক্স বাস্ক, ডেক্স ডেস্ক, টেক্স টেস্ক ইত্যাদি স্থলে ব্যঞ্জনের স্থান-ব্যতিক্রম (metathesis) ঘটে। নিজের নিজের অঞ্চলের উচ্চারণ-অনুসারে বাণান করিলে এ সকল স্থলে বড়ই বিভ্রাট্।

উচ্চারণদোষে সংস্কৃত-ভাষার শব্দ পায়স, বয়স্, ধনুঃ, বালু, কোশী, বিহারী,—পায়েস, বয়েস, ধেনুক, বালি, কুশী, বেহারী হইয়া পড়িয়াছে। কোষ্ঠী গোষ্ঠী কুষ্ঠী গুষ্ঠী হইয়াছে, অঞ্জলি মঞ্জরী অঞ্জুলি মঞ্জুরী হইয়াছে (আঁজুল মঞ্জুরের দেখাদেখি ?)। মুঞ্জরিত ('গুঞ্জরিত'র দেখাদেখি) সাধুভাষায়, বিশেষতঃ কবিতায়, বেশ চলিয়া গিয়াছে! কালনেমি কালনিমে হইয়াছে, জাম্ববান্ হনূমানের সঙ্গে পড়িয়া জাম্বুবান্ সাজিয়াছে, 'নিরীহ'র নিরহ উচ্চারণ, সামগ্রীর সামিগ্রী উচ্চারণ, পরিবেষণের পরিবোষণ উচ্চারণ, দুর্গাদাসের দুর্গোদাস উচ্চারণ, বনওয়ারীর (বনচারী) বেনোয়ারী উচ্চারণ সাধারণ হইয়াছে। ব্রহ্মত্রা দেবত্রা ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর হইয়াছে (যেমন গোত্র = গোত্তর উচ্চারণ) ; জন্ম জন্ম উচ্চারিত হয় ; পক্ষান্তরে অনেকে সম্মুখ সম্মান সম্মত সম্মতি সম্মিলন ইত্যাদির সন্মুখ সন্মান সন্মিলন ইত্যাদি উচ্চারণ করেন (উন্মুখ উন্মাদ উন্মনাঃর ন্যায়) ও তদ্রূপ বাণান করিয়া বসেন!

অকারের 'ও' উচ্চারণ

এই উচ্চারণদোষটি বাঙ্গালায় খুব প্রচলিত। যথা, আদ্যবর্ণে, অতি মতি গতি অন্ত কল্য দক্ষ লক্ষ লক্ষ্য শক্তি ভক্তি গণা (গণনা) ইত্যাদি ; মধ্যবর্ণে, নরম গরম যেমন তেমন এমন কেবল শরৎ জগৎ ; অন্ত্যবর্ণে, যত তত কত শত ; আদ্য ও অন্ত্য উভয় বর্ণে, মত (= সদৃশ), সত্য গদ্য পদ্য মদ্য। কটি ও কোটি, পটল ও পটোল একইরূপ উচ্চারিত, অথচ ঐগুলি সংস্কৃতভাষায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে এ উপদ্রবটা কম। অথচ আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে উচ্চারণদোষের জন্য টিটকারী দিই ! বলা বাহুল্য, সংস্কৃত-ভাষার শব্দও এই উচ্চারণ-বিভ্রাট্ হইতে উদ্ধার পায় নাই। উপরি-প্রদত্ত উদাহরণগুলি অধিকাংশই সংস্কৃত-ভাষার। একটু চেষ্টা করিলে আরও অনেক উদাহরণ মনে পড়িবে। উচ্চারণের দোষ বলিয়া ইহা উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কেননা, কোন কোন স্থলে উচ্চারণানুযায়ী বাণান আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে মতো, কালো, ইত্যাদি লিখিতেছেন। সংস্কৃত-ভাষার শব্দের বেলায় এরূপ বিকার ঘটান সুব্যবস্থা নহে। কৃষ্ণবর্ণবাচক 'কাল' শব্দ সংস্কৃত-ভাষায় আছে। অতএব কালো লেখা অসঙ্গত। 'ও' (আজও = অদ্যাপি, যদিও = যদ্যপি) সংস্কৃত অপির অপভ্রংশ ; বাঙ্গালীর মুখে অপির উচ্চারণ ওপি ; অতএব 'এখনো' না লিখিয়া 'এখনও' লেখা সঙ্গত অর্থাৎ 'অপি'র স্থানে অন্ততঃ একটা স্বতন্ত্র অক্ষরও থাকা ভাল। (এইরূপ সংস্কৃত হি = বাঙ্গালা ই, যথা এখনই। অতএব এক্ষেত্রেও এখনি লেখা অনুচিত।)

তবে কেহ কেহ বলেন, একরূপ অথচ ভিন্নার্থক শব্দের প্রভেদ রাখিবার জন্য, (ambiguity) অর্থগ্রহের খটকা-নিবারণের জন্য, এইরূপ

বাণানে সুবিধা আছে। সময়বাচক কাল, যমবাচক কাল, কৃষ্ণবর্ণবাচক কাল তিনই সংস্কৃত-ভাষার শব্দ; ইহা ছাড়া কল্যর অপভ্রংশ কাল আছে।* কিন্তু এই প্রভেদজ্ঞানের জন্য বয়ঃস্থ পাঠকের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে চলে না কি? মতো, কোনোর বেলায়ও এই যুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখিয়াছি।

'এ' র 'য়্যা' উচ্চারণ

উদাহরণ—কেন, কেমন, বেলা, মেলা, ঠেলা, লেঠা। 'এক' বিকৃত-ভাবে উচ্চারিত হয়; অনেকে একতা, একত্র, একদা, একবচনও বিকৃত-ভাবে উচ্চারণ করেন। ইহা লইয়াও বাণানের হাঙ্গামা কম নহে। কি করিলে এই বিকৃত উচ্চারণ বাণানে সূচিত হয়, তৎসম্বন্ধে তিনটি মৌলিক উদ্ভাবনা হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'য়্যা' মন্দের ভাল। 'এ্যা' ও 'অ্যা' (স্বরবর্ণে যফলা ও তাহার উপর আবার স্বরবর্ণ লাগান) নিতান্তই উৎকট! ঐরূপ উচ্চারণ বুঝাইতে য ফলা আকার দিলেও সব সময়ে লেঠা মেটে না। যখন হ্যারিসন্ রোড্ লিখিয়া বসি, তখন 'হ্যা'র যে আর একটা উচ্চারণ আছে, তাহা ভুলিয়া যাই। 'হের', 'হেন' প্রভৃতি স্থলে যখন আপনা-আপনিই ঠিক উচ্চারণ আসে, তখন য ফলা আকার না লাগাইয়া হেরিসন্ লিখিলে চলে না কি? তবে বিদেশী শব্দ বলিয়া উচ্চারণ বুঝাইবার প্রয়োজন, সে কথাও মানি। হেন্‌রী হেরিসন্ উভয় নামের 'হে' একভাবে উচ্চারিত নহে। প্রভেদ বুঝাইবার উপায় কি?

---

* চারিটী অর্থের তিনটিতে ল হসন্ত উচ্চারিত (বাঙ্গালায়)। কেবল একটি স্থলে অন্ত্য অ উচ্চারণের চেষ্টা হইয়াছে, আর অ বাঁকিয়া 'ও' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উচ্চারণানুযায়ী বাণান (phonetic spelling)

অনেকে উচ্চারণের সম্বন্ধে এত কথা বাণান-সমস্যার বিচারে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন, কিন্তু আজকাল এক সম্প্রদায় লেখক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা কথাবার্ত্তায় শব্দগুলি যে ভাবে উচ্চারণ করেন, অবিকল সেই মত বাণান গ্রন্থাদিতেও চালাইতেছেন। সেই জন্যই এত কথা বলিতেছি এবং ইহাতে কি অনিষ্ট ঘটিবে তাহারও আলোচনা করিতেছি। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত রূপকথার বহিতে এরূপ করা অসঙ্গত নহে, কেননা সেগুলিতে ঠাকু'মার মুখের কথা ঠিকটি শুনিতেছে, শিশুদিগের মনে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিলে গল্পটা জমে ভাল।* কিন্তু গম্ভীর রচনায় পর্য্যন্ত এইরূপ বাণান দেখা যায়। গ্যাছে, খাচ্চে, দেখ্‌ছিলুম, বোলেছ, কোরবো, বোলে, কোরে, কর্চ্চো, যাচ্চি, হয়েছেল, গেলুম, ইত্যাদি ক্রিয়াপদ গম্ভীর রচনায় স্থান পাইতেছে। এখনি, কখনো, তো, কোনো, কতো, মতো, কালো, ভালো, প্রভৃতি বাণান করা একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইতেছে। মতো কি কলিকাতার উচ্চারণানুগত? আমাদের অঞ্চলে উভয় অকারেরই বিকৃত উচ্চারণ হয়, সেরূপ লিখিতে গেলে 'মোতো' লিখিতে হয়। কিন্তু তাহাতে একটা কদর্য্য শারীরক্রিয়া-সাধনের অনুমতি বলিয়া কেহ বুঝিলেই ত চমৎকার! 'কী' যে কি বস্তু তাহা সমজদার ভিন্ন অপরে 'কী' বুঝিবে? কেহ কেহ যুক্তি দেন, বুঝিবার সুবিধার জন্য অর্থভেদে মত (মৎ উচ্চারণ)

---

* এই কারণে লেখক তাঁহার 'ছড়া ও গল্প' ও 'আহ্লাদে আটখানা' নামক পুস্তক দুইখানিতে ঐরূপ বাণান চালাইয়াছেন, কিন্তু বয়ঃস্থ লোকের পাঠ্য 'ফোয়ারা'য় চালান নাই। তবে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত পুস্তকেও এরূপ বাণান চালান সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করেন। এ আপত্তিটা যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়।

মতো, কাল (কাল্ উচ্চারণ) কালো, ঢাক (বাদ্যযন্ত্র) ঢাকো (ক্রিয়া), বল (শক্তি) বলো (ক্রিয়া), ইত্যাদি বাণান করা সুবিধা। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রভেদজ্ঞানের জন্য বয়ঃস্থ পাঠকের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে চলে না কি? অন্যথা কাশ্মীরের দেখাদেখি রেশ্মী পশ্মী চশ্মা, হরিশ্চন্দ্রর দেখাদেখি গিরিশ্চন্দ্র পরেশ্চন্দ্র মহেশ্চন্দ্র উমেশ্চন্দ্র রমেশ্চন্দ্র, হিরণ্ময়ীর দেখাদেখি কিরণ্ময়ী, বাণানে বাধা দেওয়া যাইবে না। কল্মী (শাক), আল্মারী, কাশীম্বাজার, শ্যাম্বাজার প্রভৃতি বাণানও আসিয়া যুটিবে!

আসল কথা, ইঁহারা (phonetic spelling) উচ্চারণানুযায়ী বাণানের পক্ষপাতী। অবশ্য প্রথম যখন লেখন-প্রণালীর সৃষ্টি হয়, তখন এক একটি ধ্বনির দ্যোতক এক একটি অক্ষরের উদ্ভাবন হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভাষার পরিণতি (বা অবনতি) ঘটিয়া উচ্চারণে দ্রুতত্ব জড়ত্ব প্রভৃতি আসিয়া পড়িয়া, সকল ভাষাতেই উচ্চারণ ও বর্ণবিন্যাসে অল্পবিস্তর প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। সেই দোষের সংস্কার সাধন করিয়া আবার নূতন পত্তন করা অসাধ্যসাধন। ইংরেজীতে এই দোষ অত্যন্ত প্রবলরূপে বিদ্যমান। একজন ইংরেজের উচ্চারণ-অনুসারে শব্দগুলির বাণান লিখিয়া গেলে কিরূপ কিম্ভূতকিমাকার হইয়া দাঁড়ায়, তাহার নমুনা অনেক ইংরেজী হাস্যরসাত্মক পুস্তকে দেওয়া আছে। পাঠকবর্গকে A Bad Boy's Diary ও A Naughty Girl's Diary পড়িতে অনুরোধ করি। উচ্চারণানুযায়ী বাণানের চেষ্টা বিলাতে একাধিক বার হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে, সুবিধার অছিলায়, Fonetik Skoolএর এই কদর্য্য বাণান গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। এমন কি, 'একটা নূতন কিছু'র দেশ মার্কিন-মুল্লুকেও রাজশক্তির চেষ্টায় পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই, ব্যাঙ্কের কর্ত্তা চেক ফেরত দিয়াছেন!

অথচ ইংরেজী ভাষায় এ সম্বন্ধে যে গলদ আছে তাহার তুলনায় আমাদের ভাষায় অক্ষরবিন্যাসপ্রণালীকে নির্দ্দোষ (perfect) বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

উচ্চারণানুযায়ী বাণান চালাইতে হইলে কোন্ অঞ্চলের উচ্চারণের আদর্শ ধরিতে হইবে, ইহার মীমাংসা কে করিয়া দিবে? বীরসিংহের ময়মনসিংহের উচ্চারণ এক নহে, রামপুরের (রাজসাহীর) ও রামপুরহাটের উচ্চারণ এক নহে, জাহানাবাদের ও মুর্শিদাবাদের উচ্চারণ এক নহে, শান্তিপুরের ও বিক্রমপুরের উচ্চারণ এক নহে। পাশাপাশি দুইটি জেলার উচ্চারণ এক নহে; জেলার দুই মহকুমার (যথা রাণাঘাট ও মেহেরপুর) উচ্চারণ এক নহে; কলিকাতার ও কলিকাতার আশপাশের উচ্চারণ এক নহে। এমন কি, লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কলিকাতার এক পরিবারের উচ্চারণ অন্য পরিবারের উচ্চারণের সঙ্গে অবিকল এক নহে। উচ্চারণ-বৈষম্য-সত্ত্বেও প্রচলিত প্রণালীতে শব্দটি লিখিলে এখন সর্ব্বত্র বুঝিতে পারে; কিন্তু নূতন প্রণালীর বাণান চালাইলে তাহা দুঃসাধ্য হইবে। এইটীই উক্তরূপ বাণানের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি।

তাহা ছাড়া, ঠিক কাণে যে ধ্বনিগুলি বাজে, সেগুলি ছাপার অক্ষরে যথাস্বরূপ ব্যক্ত করিতে হইলে, (accent) মাত্রা ও কথার টান পর্য্যন্ত বুঝাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। (কলিকাতায় 'বরযাত্র' প্রথম syllable এ accent, আমাদের অঞ্চলে দ্বিতীয় syllable এ); এ সব সূক্ষ্মধ্বনি বুঝাইতে গেলে phonetic spellingএ কুলাইবে না, phonograph এর ব্যবস্থা করিতে হইবে!

কেহ কেহ আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন, রাজধানীর উচ্চারণই আদর্শ হওয়া উচিত। এ কথা না হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু সাধারণ

লেখক ও পাঠকগণ সে উচ্চারণ জানিবে কিরূপে? অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় যেমন রাঢ়ের শব্দসংগ্রহ করিয়া কোশ প্রস্তুত করিয়াছেন, সেইরূপ কলিকাতার খাস-বাসিন্দা কেহ কলিকাতার উচ্চারণের একটা তালিকা করিয়া দিয়া বঙ্গীয় লেখক তথা পাঠকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন কি?

উচ্চারণানুযায়ী বাণানের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর আপত্তি, ইহাতে অনেক স্থলে শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের বিঘ্ন ঘটিবে। একেই ত আমাদের বিকৃত উচ্চারণে শব্দের প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়া উঠা অনেক স্থলে কঠিন। তাহার উপর বাণানে এই রকম দৌরাত্ম্য হইলে দুর্গতির একশেষ হইবে। যে সকল সংস্কৃত-ভাষার শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির বাণানে পরিবর্ত্তন করিতে বড় একটা কেহ সাহসী হয়েন নাই। (দুই একজন মৌলিক লেখক 'আকাঙ্খা' করিতেছেন!) তবে অজ্ঞতা বা অসাবধানতাবশতঃ ভুলভ্রান্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু যত গোল অপভ্রংশগুলির বেলায়। কেহ উচ্চারণমত লেখেন, কেহ প্রাকৃতের নজীর টানিয়া আনিয়া প্রশ্নটি আরও জটিল করিয়া তুলেন, কেহ যা খুসী তাই লেখেন। অনেক স্থলে শব্দটি সংস্কৃত-ভাষার কোন্ শব্দের অপভ্রংশ তাহা লেখকদিগের জানা থাকে না বা সে দিকে খেয়াল থাকে না। * অনেক স্থলে তাহা ঠাহর করাও শক্ত। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন।

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, 'যাঁহারা মনে করেন বাণানে সংস্কৃতমূল দেখাইতে পারিলে ভাষাশিক্ষায় পরম লাভ হয়, তাঁহারা তুলসী-চন্দন দিয়া ভাষাই উপাস্য জ্ঞান করেন।' প্রবাসী (আষাঢ় ১৩১৯)— 'বাঙ্গালা ভাষার বিচার্য্য।' এ বিদ্রূপে আমরা জর্জ্জরিত হইলাম না। কেননা হিন্দুর এরূপ উপাসনায় আপত্তি নাই, হিন্দুর শব্দ ব্রহ্ম।

শেষ কথা

সকল দিক্ বাঁচাইয়া, সকল পক্ষকে খুসি রাখিয়া, আট ঘাট বাঁধিয়া খুব হুঁসিয়ার হইয়া, মত প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাণান-সমস্যা-সম্বন্ধে যথাজ্ঞান লিখিলাম। বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। 'গোড়ার কথা'য় (৩ পৃঃ) বলিয়াছি, 'সমস্যা-পূরণ করিতে না পারি, সমস্যার কতকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব'। এই ক্ষীণ চেষ্টা কি নিতান্তই অরণ্যে রোদন হইবে?

সমাপ্ত।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

(দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ছয় আনা

বাঙ্গালা রচনায় বিশুদ্ধি-শিক্ষার জন্য এরূপ পুস্তক আর নাই। অতি সরস ভাষায় ব্যাকরণের শুষ্কতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত এবং বহু মনীষী ও সাময়িক-পত্র কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় ৺ প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভিমত—"আপনি বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাদ্বারা উহার নাড়ী-নক্ষত্র বুঝিয়া এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। নীরস ব্যাকরণসংক্রান্ত বিষয়ে সরসভাবে নির্দ্দেশ ও বিন্যাসে আপনি সিদ্ধহস্ত।"

প্রবাসী—"ইহা আমাদের নিকট ত বিভীষিকা বলিয়া বোধ হইল না। বহু চিন্তনীয় বিষয় এই প্রবন্ধে সমাহৃত হইয়াছে।"

সময়—"এমন কঠিন বিষয় রচনাগুণে যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে, যেন কবিতা, যেন উপন্যাস। বইখানি ছোট হইলে কি হয়,—হীরাও ছোট—কিন্তু দাম কত!"

মানসী—"লেখকের স্বাভাবিক রসিকতা ব্যাকরণের নীরস সূত্রের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

ভারতী—"এই দুঃসময়ে, অসাধারণ গবেষণা ও চিন্তার ফলস্বরূপ, গ্রন্থকারের অমূল্য ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া সকলে উপকৃত হইবেন।"

বসুমতী—"গ্রন্থখানি বাঙ্গালা লেখক ও পাঠকের অবশ্যপাঠ্য, এই গ্রন্থের রীতিমত অনুশীলনে ছাত্রসম্প্রদায় যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।"

হিতবাদী—"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন এই পুস্তকখানি তাঁহাদের পাঠ করা উচিত।"

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা

মূল্য দুই আনা

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে টি, এম-এ, ডি-এল, পি-এচ্‌-ডির অভিমত—

"উভয় পক্ষের অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত কথাগুলি এরূপ বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন যে সেই মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য।"

"এরূপ ভাবের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বঙ্গভাষায় আর দেখা যায় না। যুক্তির প্রণালী যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ, ভাষা তেমনই সরস ও মধুর।"

বঙ্গবাসী।

"বাঙ্গালা ভাষার লেখকগণ, বিশেষতঃ নবীন লেখকগণের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত। সাধারণ পাঠকও এই পুস্তকপাঠে জ্ঞান ও আমোদ লাভ করিবেন।"

হিতবাদী।

"এমন আবশ্যক বিষয় এত সরল, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সরসভাবে অন্য কেহ লিখিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা সরল, সরস ও বিশুদ্ধ ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে শিখিতে চাহেন, তাঁহারা ছাত্রই হউন, শিক্ষকই হউন, লেখকই হউন আর বক্তাই হউন, তাঁহাদের ঐ গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

বসুমতী।

"এই পুস্তিকায় নিছক সাধুভাষা ও নিছক চলিত ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি ধীরভাবে প্রয়োগ করিয়া উভয় পক্ষের তুলনায় সমালোচনা করিয়া সুবিধা অসুবিধা দেখাইয়া বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করিয়া অধ্যাপক মহাশয় শেষ মীমাংসা করিয়াছেন এই যে 'আধা ডিক্রী আধা ডিসমিস ছাড়া উপায় নাই।' এই নিষ্পত্তি আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।"

প্রবাসী।